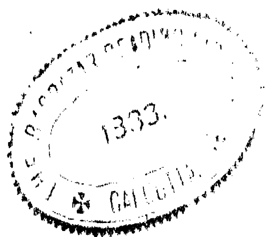


উৎসর্গ



আমার পরম সুহৃদ্

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহোদয়ের

করকমলে

এই গ্রন্থ সাদরে উপহার

প্রদত্ত হইল।

নিবেদন।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাস "সাইন অফ্ দি ক্রস্" (Sign of the Cross) পাঠ করিয়া এই ধরণের একখানি বাঙ্গালা নাটক লিখিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া "আহুতি" নাটক লিখি। নাটক প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্যম। ইংরাজী আখ্যান অবলম্বনে লিখিত হইলেও এই নাটকখানি দেশীয়ভাবে পরিস্ফুট করিবার যথসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ক্ষমতা অল্প, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি—পাঠক ও দর্শক ইহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা
৫৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
৩রা চৈত্র ১৩২১।

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

রুদ্রচণ্ড	মগধের অধীশ্বর।
চন্দ্রপীঠ	ঐ সেনাপতি।
কালাটক কর্ণাটক	গুপ্তচরদ্বয়।
সুমন্ত	চন্দ্রপীঠের পরিচারক
মহাব্রত	বিষ্ণুমন্দিরের পূজক বৈষ্ণব-আচার্য্য।
চরণদাস মাধবদাস	বৈষ্ণবদ্বয়।
নির্ম্মাল্য	আহুতির ভ্রাতা।
কুরঙ্গধর ধুরন্ধর	চন্দ্রপীঠের সহচরদ্বয়।
শার্দ্দুলক নাগকেশর	মগধের বিভাগীয় শাসনকর্ত্তৃদ্বয়।

প্রহরী, প্রতিহারী, রক্ষিগণ, বন্দিগণ ও বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

তীর্থ্যঙ্করা	মগধের মহারাণী।
কলাবত	ধনাঢ্য নাগরিকা।
বিপথা বিমুগ্ধা	কলাবতীর সখিদ্বয়।
আহুতি	মহাব্রতের পালিতা কন্য

সখগিণ, বৈষ্ণব-নারীগণ ইত্যাদি।

আহুতি।

প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

—*—

মহাব্রতের গৃহাভ্যন্তর।

(মহাব্রত ও মাধবদাস)

মাধব।—তাহ'লে উপায় ?

মহা।—উপায় নারায়ণ! আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধিতে উপায় অন্বেষণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা কর্ম্ম করব, ফলাফলের ভার শ্রীকৃষ্ণের।

মাধব।—তাহ'লে আমায় এখন কি করতে বলেন ? এখানেই কি ছদ্মবেশে গোপনে বাস ক'রব, না দেশত্যাগ ক'রব ?

মহা।—দেশত্যাগ করাই বিধি। এখানে গোপনে অধিক দিন অবস্থান করা চলবেনা। রুদ্রচণ্ডের সতর্ক চর সর্ব্বদা আমাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রেখেছে। যেদিন তারা ঘূণাক্ষরে জানতে পারবে আমরা বৈষ্ণব, সেইদিনই আমাদের বিনাশ করবে।

তা করুক, তাতে আমরা দুঃখিত নই—এ নশ্বর দেহ তো একদিন যাবেই—ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে যেত, না হয় রুদ্রচণ্ডের তরবারি-আঘাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু মাধবদাস, বংশপরম্পরায় যে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ সেবা করে জীবন সার্থক করে আসছি, নাস্তিক রুদ্রচণ্ডের পাপবহ্নিতে সে মূর্ত্তিকে তো ধ্বংস হতে দিতে পারবনা!

মাধব।—কখনই নয়।

মহা।—রুদ্রচণ্ড কাল যখন শ্রীবিষ্ণুমন্দির অগ্নি-প্রয়োগে ধ্বংস করে, অতি কষ্টে আমি শ্রীমূর্ত্তিকে সেই অনলের গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছি; উদ্ধার করে আমার এই জীর্ণ কুটীরে স্থান দিয়েছি। রুদ্রচণ্ডের আদেশে নগরে যত দেবমন্দির ছিল সমস্তই তার অনুচরেরা ধ্বংস করেছে। মূর্ত্তিগুলি কতক আগুনে পুড়িয়েছে, অবশিষ্ট রাস্তায় এনে ঢেলেছে। লোকে পা' দিয়ে মাড়িয়ে যাবে, আর তারা আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য করবে। যতক্ষণ এ দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকবে, আমি আমার ঠাকুরকে নাস্তিকের স্পর্শ হ'তে রক্ষা করবার চেষ্টা করব। দেশমধ্যে যত বৈষ্ণব আছে, সকলকেই আমি সংবাদ দিয়েছি আজ রাত্রে মহাবনে আমরা সকলে মিলিত হব। তার পরে সকলে ছদ্মবেশে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যাব। যে পাপস্থানে দেবমূর্ত্তি নিগৃহীত হয়, সে পাপ-স্থান ত্যাগ করাই বিধি।

মাধব।—বৈষ্ণবই বা আর ক'জন আছে? খুঁজে খুঁজে যেখানে যত বৈষ্ণব পেয়েছে, সকলকেই ধরে এনে পিশাচ রুদ্রচণ্ড হয় বাঘ ভালুক দিয়ে খাইয়েছে, নয় আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। আমাদেরই মত দু'দশ জন গোপনে এখনও পাপ প্রাণ রেখেছি।

মহা।—রেখেছি কি সাধে মাধবদাস? রেখেছি আমার এই শ্রীমূর্ত্তির

জন্য ! আমি আমার ভগবান্‌কে শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রব। এ কার্য্যে তোমরা আমার প্রধান সহায়। কোন প্রকারে আজকার দিন অতিবাহিত করে গোপনে এখান থেকে পলায়ন করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।

মাধব।—আহুতি ও নির্ম্মাল্যের ভার আপনি কার উপর দিয়ে যাবেন?

মহা।—ভার আর কার উপর দিয়ে যাব? আমার শিষ্য বৈষ্ণবচরণ মৃত্যুকালে তার শিশুপুত্র নির্ম্মাল্য ও কন্যা আহুতিকে আমার করে অর্পণ করে যায়। আমি পিতার অধিকার নিয়ে এতদিন তাদের পালন করে আসছি। তারাও পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব; এ পাপরাজ্যে তাদের কোথায় রেখে যাব? আমার একদিকে যেমন শ্রীমূর্ত্তি, অন্যদিকে তেমনি আহুতি ও নির্ম্মাল্য। শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে তারাও আমার সঙ্গে যাবে।

মাধব।—কল্যকার রাত্রির দুর্ঘটনার পর আহুতি ও নির্ম্মাল্য আপনাকে দেখবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছে। কাল শ্রীমন্দির হতে যখন বৈষ্ণবেরা পলায়ন করে, আপনারি আদেশে আমি আমার গৃহে তাদের স্থান দিয়েছি; কিন্তু সেখানেও অধিকক্ষণ তাদের রাখা নিরাপদ নয়। রুদ্রচণ্ডের চরেরা গৃহে গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করছে কোথাও বৈষ্ণব লুকিয়ে আছে কি না।

মহা।—তুমি এখনি যাও, যতক্ষণ সন্ধ্যা না হয় তাদের বাড়ী থেকে বেরোতে দিওনা। আমি গয়াধামের মোহান্ত মহারাজকে সংবাদ পাঠিয়েছি, তাঁরও আজ এখানে আসবার সম্ভাবনা। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর লোকের আগমন প্রতীক্ষা করছি। তাঁর লোক যদি কেউ এসে থাকে, আমরা যে এখানে গোপনে অবস্থান করছি, তা জানতে পারবেনা। আমি একবার তার সন্ধানে বহির্গত হব।

মাধব।—নরহত্যায় মানুষের যে এত আনন্দ হয় এতো কেউ কল্পনাও করেনি।

মহা।—না মাধবদাস, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত অত্যাচার হয়েছে, এত অত্যাচার আর কিছুতেই হয়নি! রুদ্রচণ্ডের এই অত্যাচার, এই বৈষ্ণব-হিংসা, এই বিগ্রহ-নির্য্যাতন—আমার বোধ হয় কোন মহা শুভের সূচনা। যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনি ভগবান্ আবির্ভূত হন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আজ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্লাবনে পূর্ণ। আত্মসেবা ও ভোগই এখন মানুষের চরম লক্ষ্য। রুদ্রচণ্ড কাপালিক-ধর্ম্মাবলম্বী। কে এক নাস্তিক বৌদ্ধ কাপালিক রুদ্রচণ্ডের গুরু। সেই পরামর্শ দিয়েছে সহস্র বৈষ্ণবের প্রাণ বিনাশ করলে সে অমর হবে। এই নিমিত্তই বৈষ্ণব-হিংসায় তার এত আমোদ—এত উল্লাস! কিন্তু আমার মনে হয় পাপ ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে—রুদ্রচণ্ডের ধ্বংসের আর বিলম্ব নেই।

মাধব।—আপনার বাক্যই সার্থক হ'ক—এ বৈষ্ণব-নির্য্যাতন, এ বিগ্রহের অপমান আর সহ্য করতে পারছিনি।

মহা।—তুমি যাও, আর বিলম্ব কোরোনা। আহুতি ও নির্ম্মাল্য যেন কোনপ্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহত্যাগ না করে। মনে রেখো আজই আমাদের পরীক্ষার দিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

পাটলীপুত্রের রাজপথ।

(কালাটক ও কর্ণাটক)

কালা।—শীকারটা বড় হাত ফসকেছে!

কর্ণা।—কিসের শীকার ?

কালা।—সে একবেটা বৈষ্ণব, তেলক-কাটা, চৈতনচুটকী ওড়ানো! বিষ্ণুমন্দিরে আগুন দিতেই পিলপিল করে বৈষ্ণবের পাল বেরিয়ে পড়ল। মহারাজের হুকুম, যে বৈষ্ণব ধরে নিয়ে যেতে পারবে, সে এক এক বেটা বৈষ্ণবের জন্য দু'হাজার করে টাকা পাবে। আমি খেয়ে না খেয়ে একবেটার পেছু নিলুম, ধরি-ধরি, এমন সময় বেটা ক্রমিটকের খপ্পরে গিয়ে পড়ল! মেহন্নত বাজে—দু' দু'হাজার টাকা লোকসান।

কর্ণা।—এত বৈষ্ণব মারছে, ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

কালা।—ব্যাপার বড় মজার! মহারাজ তো বুড়ো হয়েছেন, আর ব্যায়রাম হয়েছে পক্ষাঘাত। বুড়োবয়েসে পক্ষাঘাত, বুঝতেই পারছ, কাজটা একেবারেই নির্ঘাত! মহারাজের সদাই ভয় কখন মরেন কখন মরেন। তাই মহারাজের গুরু এসে বলেছেন —হাজার বৈষ্ণব মেরে কি একটা যজ্ঞি করবেন তাহ'লেই মহারাজের আবার যৌবন ফিরে আসবে, আর তিনি অমর হবেন।

কর্ণা।—তাহ'লে তো বড় মজা! তাহ'লে আমরা যে এই বৈষ্ণব মারছি, অমর না হই—দু' পাঁচ হাজার বৎসর বাঁচব তো? ভা

হ'লেই হ'ল, কোন্ শালার আর তোয়াক্কা রাখি—মরবার আর ভয় রইলনা—খালি মদ আর মেয়েমানুষ—আমোদের চূড়ান্ত!

কালা।—হাঁ হাঁ তবে আর তোকে বল্লুম কি! এতে আহার ওষুধ—দুই আছে—মজাকে মজা পয়সাকে পয়সা। এক এক বেটা জ্যান্ত বৈষ্ণবের দাম দু'হাজার টাকা! তা আবার জোয়ান বুড়ো ছেলে মেয়ের দামে তফাৎ নেই। আর—শীকার—বনে নয়, জঙ্গলে নয়—বাঘ ভালুকের পেটে যাবার ভয় নেই—ঘরের মধ্যে, মন্দিরের ভেতরে চৈতনচুটকী দেখ আর মার। আর শালারা এমন নিরীহ, মুখে রা'টী নেই—ধর আর তরোয়ালের নীচে সুড়সুড় করে মাথাটি বাড়িয়ে দেয়।

কর্ণা।—চুপ চুপ, ঐ সেনাপতি মশায় যাচ্ছেন।

কালা।—বড় মজায় আছে! রাজার নীচেই সেনাপতির খাতির—পয়সারও কমি নেই, ক্ষমতারও কমি নেই।

কর্ণা।—বরাত দাদা বরাত! সেনাপতিও মানুষ আমরাও মানুষ, কিন্তু তফাৎ দেখ—আমরা সেপাই, উনি সেনাপতি।

কালা।—মনে কল্লে জন্মের উপর ঘৃণা হয়; এই মানুষ, কেউ বড় কেউ ছোট।

কর্ণা।—এই দেখনা, আমাদের জল খেতে টুকনী-ঘটীটি নেই আর সেনাপতির ঘোড়ার গলায় মোহরের মালা! সেদিন রাজাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে যে ভোজ দিলে, তাতে শুনলুম সেনাপতির লাখোটাকা খরচ হয়েছে।

কালা।—বলিস কি? এত টাকা দুনিয়ায় আছে? আমি মনে করতুম পৃথিবীটা শুধু মরুভূমি—থাকবার মধ্যে আছে কেবল বালি আর তেষ্টা।

কর্ণা। আছে বৈ কি ভাই, আছে। আমরাও যদি দু'দশটা বৈষ্ণব ধরতে পারি তাহ'লে টাকার আণ্ডিল করে বসি।

কালা।—চুপ চুপ, কে দু'বেটা আসছে না? বিদেশী, না বিদেশী সেজেছে? চোখ কাণ সাফ রেখ ভাই! অনেক বেটা বৈষ্ণব লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। (উভয়ের অন্তরালে অবস্থান)

(মহাব্রত ও চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ।—নমো নারায়ণায় নমঃ।

মহা।—কে তুমি?

চরণ।—গদাধরের সেবক, গয়া থেকে আসছি।

মহা।—আমায় চিনলে কি করে?

চরণ।—ছদ্মবেশ আপনার মুখের বৈষ্ণবশ্রীকে আবৃত করতে পারেনি, আমি দর্শনমাত্রেই আপনাকে চিনেছি।

মহা।—তোমার নাম কি?

চরণ।—চরণদাস।

মহা।—কে তোমায় এখানে পাঠিয়েছে?

চরণ।—গদাধরের মোহান্ত মহারাজ।

মহা।—আস্তে কথা কও, পাটলীপুত্রের প্রস্তরখণ্ডেরও কাণ আছে। তোমার অধিকক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়, তোমার প্রয়োজন সংক্ষেপে বল।

চরণ।—রুদ্রচণ্ডের অত্যাচারে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পীড়িত, সকল স্থানেই দেবমন্দির ভগ্ন, বৈষ্ণব নিগৃহীত। এই বৈষ্ণবদের রক্ষার উপায় স্থির করবার জন্য এই পাটলীপুত্রেই গোপনে বৈষ্ণব-সম্মিলন হবে এ সংবাদ আমাদের মোহান্ত মহারাজ অবগত হয়েছেন। আপনি

এখন এ প্রদেশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা। আপনার উদ্যোগেই এই সম্মিলন হচ্ছে। তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত সংবাদ জানতে পাঠিয়েছেন। আমি গোপনে আপনারই অনুসন্ধান করছিলেম। মোহান্ত মহারাজই আমাকে আমাদের সঙ্কেতবাণী বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, এ গুপ্তসঙ্কেত অন্তরঙ্গ ভিন্ন কেউ জানেনা। সম্মিলনের স্থান ও সময় জেনে তাঁকে সংবাদ দেব। তিনি এই নগরের অতি নিকটেই গোপনে অবস্থান করছেন।

মহা।—এখানে অশোকস্তুপের নিকটে যে মহাবন আছে, সেখানেই আজ আমরা মিলিত হব।

চরণ।—কখন ?

মহা।—রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

চরণ।—কত লোকের সমাগম আশা করেন ?

মহা।—আস্তে, পাটলীপুত্রের প্রস্তরেরও কাণ আছে।

(কালাটক ও কর্ণাটক অলক্ষিতে উভয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল)

উভয়ে।—জয় মগধেশ্বরের জয়!

মহা।—এস। (গমনোদ্যত)

কর্ণা।—অত ত্বরস্থ যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

মহা।—স্বকার্য্যে বাপু।

কালা।—থাকা হয় কোথায় ?

মহা।—সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন ?

কর্ণা।—তোমার সঙ্গীটী দেখছি পথ চ'লে কিছু কাতর হয়েছেন। মহাশয়ের অনেকদূর থেকে আসা হচ্ছে বুঝি ?

চরণ।—অনেকদূর থেকেই বটে।

কর্ণা।—হাঁ হাঁ গলা শুকিয়ে গেছে। তা এস, একপাত্র টেনে গলার নলী ভিজিয়ে যাও, কাছেই কারণের আড্ডা।

চরণ।—তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নদীর এক আঁজলা জলই যথেষ্ট। তোমার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হলেম, আমি বিশেষ কাজে ব্যস্ত, অপেক্ষা করবার সময় নেই, আমি চল্লেম।

কর্ণা।—চল্লুম বল্লেই কি আর যাওয়া হয় ইয়ার? বিশেষ এ রুদ্রচণ্ডের রাজধানী! আসাটা নিজের ইচ্ছেয় হয় বটে, কিন্তু যাওয়াটা বড় সোজায় হয়না—বিশেষ যারা গয়া থেকে আসে।

কালা।—তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাজার বেশ সুব্যবস্থা আছে, একটু আরাম নিয়ে যাও।

চরণ।—কার্য্য শেষ হ'লে বিশ্রাম নেব, এখন নয়।

কালা।—কার কাজ করা হয়?

চরণ।—প্রভুর কার্য্য।

কর্ণা।—প্রভুটী কে?

চরণ।—দরিদ্র-নারায়ণ। [মহাব্রত ও চরণদাসের প্রস্থান।

কালা।—কি বল্লে হে, কি বল্লে? দরিদ্র নারাণ! নারাণ ভাটিয়া তো আছে, নারাণ মিছির, নারাণ দোবে—দরিদ্র নারাণ আবার কে?

কর্ণা।—রোসো রোসো, বড় ভাল ঠেকছেনা। লোকটা আসছে গয়া থেকে, গদাধর গদাধর দু'চারবার বলতে শুনেছি, বুড়োর সঙ্গে কি ফিস্‌ফিস্ কল্লে—যাবার সময় বল্লে গেল দরিদ্র নারাণ—এরা বৈষ্ণব নয়তো?

কালা।—তা হ'তে ক্ষতি কি? আর না হয়, বৈষ্ণব ক'রে নেওয়া যাবে—চল চল এগিয়ে দেখি এগিয়ে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিপথার প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া কুরঙ্গধর ও ধুরন্ধরের প্রবেশ)

বিপথা।—এমন বসন্তের হাওয়া গায়ে মেখে দুই ইয়ারে কোথায় যাচ্ছ ?

কুরঙ্গ।—পূজো দিতে।

বিপথা।—কোন্ ভিক্ষুণীর আশ্রমে ? কলাবতীর নাকি ?

কুরঙ্গ।—না, রতিমন্দিরে।

ধুর।—আমি, কারণাশ্রমে।

বিপথা।—কারণ তো আকণ্ঠ করেছ দেখতে পাচ্ছি, এখনো আশ মেটেনি ?

ধুর।—জ্ঞান হ'য়ে অবধি তো কারণ-সলিলে ভাসছি, আজও পর্য্যন্ত তৃষ্ণা তো গেলনা। দেহে রক্ত নেই, কেবল কারণবারি চলাচল করছে। বুকের মাঝখানে কারণ-সমুদ্র। আর পা দু'টো—না—শালার পা দু'টোকে কিছুতেই ঢিট করতে পারছিনি। শালারা কারণে অকারণে টলমল্ করছে! ডান পা যদি পূবমুখো রশি নিলেন—বাঁ পা ফিরলেন পশ্চিমে!

বিপথা।—এত সকালেই নেশায় চুরচুরে ?

ধুর।— সকাল সন্ধ্যার কে হিসেব রাখে সুন্দরি ? সেনাপতি রাজাকে ভোজ দিলে, সেই অবধি আমোদ গড়াচ্ছে! যেমন সুরার ঝাঁজ তেমনি সুন্দরীর মেলা! বেঁচে থাক বাবা সেনাপতি, চিরঞ্জীবী হয়ে বেঁচে থাক। মদ আর মেয়েমানুষ—দু'য়েতেই তোমার পছন্দকে দু'শো তারিফ!

বিপথা।—সেনাপতি চন্দ্রপীঠ কিন্তু দু'য়েতেই অটল।

কুরঙ্গ।— ঠিক বলেছ ; সেনাপতির মাথাটা যেন লোহা দিয়ে তৈরী, পেটে যতই মদ ঢাল মাথার আর চল-বেচল হয়না। আর

প্রাণটা যেন পাথরে গড়া— তোমাদের মতন দু'শো সুন্দরী বুকের উপর নাচুক, একটুও চিড় খায়না।

ধুর।—রেখে দাও বাবা লোহা আর পাথর! আগুনের তেমন জোর থাকলে, লোহাও গলে—পাথরও চিড় খায়। এঁরা তো মেয়েমানুষ নন, এক একজন অগস্ত্য ঋষি—কত মৈনাককে মাথা নুইয়েছেন তার ঠিক কি?

বিপথা।—সে আমাকে বলছ কেন? বলগে তোমাদের কলাবতীকে।

ধুর।—কলাবতী বিপথা সব একঝাড়ের বাঁশ তো?

কুরঙ্গ।—তা যাই বল, চন্দ্রপীঠকে কেউ কাহিল করতে পারছেনা।

ধুর।—হাঁ হাঁ এখন বড় বাহাদুরি করছেন বটে, কিন্তু একদিন না একদিন বাছাধনকে পড়তেই হবে।

কুরঙ্গ।—চন্দ্রপীঠ সে ছেলেই নয়, দেখে নিও।

ধুর।—বাবা একটু বয়েস হ'ক তখন বুঝবে। দু'কুড়ি দশ বছর বয়েস হ'ল, অনেক দেখলুম অনেক শিখলুম। সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে মচকাননি এমন বেটাছেলে তো দেখলুম না, তার উপর বয়েসটা যদি একটু কাঁচা হয় আর রেস্তর তেমন জোর থাকে।

কুরঙ্গ।—কে? চন্দ্রপীঠ? কখন না।

ধুর।—ফলেন পরিচীয়তে বাবা, বসে খাও রকম পাবে।)

(মহাব্রতকে ধরিয়া কর্ণাটক, কালাটক ও নাগরিকগণের প্রবেশ)

কর্ণা।—মার বেটা বৈষ্ণবকে, নিয়ে চল মহারাজের কাছে।

কুরঙ্গ।—বুড়ো বেটা করেছে কি হে?

কর্ণা।—জানেন তো যত নোড়ানুড়ী বৈষ্ণবদের ঘরজোড়া করেছিল, মহারাজের হুকুমে সব রাস্তার খোয়া করিছি—এবেটা সেই নুড়ী

দেখে মাথা নুইয়ে প্রণাম করছিল, ধরে ফেলেছি। এর সঙ্গে এ বেটা ছিল, সেটা হাত ফস্‌কে পালিয়েছে।

ধুর।—ও—এবেটা তাহ'লে বৈষ্ণব! চেনেন না তো আমাদের মহারাজকে, বেটাকে পুড়িয়ে মশাল করবে তা জানেন না!

কুরঙ্গ।—না না পুড়িয়ে কাজ নেই। বেটাকে বাঘের মুখে ফেলে দাও।

(আহুতির প্রবেশ)

আহুতি।—একি! একি! তোমরা কি মানুষ? তোমাদের কি দয়া নেই, ধর্ম্ম নেই, মায়া নেই, মমতা নেই? পশুতেও যে এত নিষ্ঠুর নয়! মন্দিরে মন্দিরে আগুন দিয়েছ, বালকহত্যা করেছ, রমণীহত্যা করেছ, তাতেও কি তোমাদের তৃষ্ণা মেটেনি? এ বৃদ্ধকে বেঁধেছ কেন? মগধরাজ্যে কি বার্দ্ধক্যেরও সম্মান নেই? বাবা! বাবা! উঃ এমনি করে বেঁধেছে!

মহা।—বাঁধুক মা বাঁধুক, আক্ষেপ কোরোনা। এ বন্ধনে আমার কোন কষ্ট নেই।

আহুতি।—এই যে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে। হায় হায়, এই লোলচর্ম্ম পলিতকেশ বৃদ্ধের শুষ্কদেহে রক্তপাত করতে তোমাদের লজ্জা হচ্ছেনা?

ধুর।—বাবা, এ আগুনের ফুলকী কোথেকে উড়ে এল!

বিপথা।—তোমার মুখ পোড়াবে বলে এসেছে।

আহুতি।—(বৃদ্ধের দেহের রক্ত মুছাইতে মুছাইতে) বাবা, বাবা, এস আর এখানে দাঁড়িওনা—আমার সঙ্গে এস।

কর্ণা।—ওরে, এটা এর মেয়ে, এটাকে শুদ্ধ বাঁধ্।

আহুতি।—আমায় বাঁধবে বাঁধ, আমায় মহারাজের কাছে নিয়ে চল,

আমায় বাঘের মুখে ফেল, আগুনে পোড়াও, মার, কাট, আমি কোন কথা ব'লবনা—কিন্তু এ বৃদ্ধকে ছেড়ে দাও। ইনি জীবনে কখন কারো অনিষ্ট করেননি; চিরদিন রোগীর সেবা করেছেন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, শত্রুকে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আর তো কখন কিছু করেননি, তবে কেন তোমরা এঁর প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছ?

কর্ণা।—আমরা জানতে পেরেছি এ বুড়োটা বৈষ্ণব, একে বাঘ দিয়ে খাওয়াতে হবে।

(চন্দ্রপীঠ ও সুমন্তের প্রবেশ)

চন্দ্র।—বৃদ্ধের অপরাধ?

কর্ণা।—একে বৈষ্ণব বলে সন্দেহ হচ্ছে।

চন্দ্র।—সুমন্ত, একে চুপ করতে আদেশ কর।

কর্ণা।—আজ্ঞে আমি তো কিছু অন্যায় করিনি। জয় সেনাপতি মহাশয়ের জয়! জয় সেনাপতি মহাশয়ের জয়!

চন্দ্র।—বৃদ্ধকে এখনি বন্ধনমুক্ত কর।

(কর্ণাটিক কর্ত্তৃক মহাব্রতের বন্ধন মোচন)

ভদ্রে! তোমার নাম কি?

আহুতি।—আহুতি।

চন্দ্র।—তুমি কে বৃদ্ধ?

মহা।—আমার নাম মহাব্রত।

চন্দ্র।—এ সুন্দরী কি তোমার কন্যা?

মহা।—না।

চন্দ্র।—আত্মীয়া?

মহা।—না।

চন্দ্র।—এ সুন্দরী তবে এখানে কেন?

মহা।—রাজকর্ম্মচারীরা যখন আমায় বন্ধন করে, এ বালিকা আমায় রক্ষা করতে ছুটে এসেছিল।

চন্দ্র।—তোমায় রক্ষা করতে? সহকারও বটের আশ্রয়দাত্রী? বেশ! (স্বগতঃ) কি সুন্দর মুখ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরি, এ বৃদ্ধ তবে তোমার কে?

আহুতি।—আমার গুরু।

ধুর।—(কুরঙ্গধর ও বিপথার প্রতি) দেখছ? চাঁদমুখের গুণ দেখছ? পাহাড়েও বুঝি ফাট ধরায়!

চন্দ্র।—ভদ্রে! যদি কখন তোমার কোন বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমার কাছে এস।

মহা।—ক্ষুদ্র পারাবত মাংসাশী শ্যেনপক্ষীর যোগ্যবন্ধুই বটে!

চন্দ্র।—সেটা ক্ষুধার্ত্ত শ্যেনপক্ষীর পক্ষে নয়, কিন্তু বৃদ্ধ, আমি কি যথার্থই শ্যেনপক্ষী?

মহা।—তুমিই তো সেনাপতি চন্দ্রপীঠ?

চন্দ্র।—যদি তাই হয়?

মহা।—শুনেছি রমণী তোমার ক্রীড়ার সামগ্রী। এই কন্যা সাক্ষাৎ সাবিত্রী—পবিত্রা—সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি!

চন্দ্র।—সত্য?

মহা।—মিথ্যা বলার প্রয়োজন?

চন্দ্র।—পবিত্রতা—রমণীর পবিত্রতা অধুনা এ রাজ্যে বিরল, বিরল বলেই বাঞ্ছনীয়।

মহা।—রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচার হ'তে এই বালিকাকে রক্ষা ক'রে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেছ, সে শুভ্র পুণ্যে আর পাপের ছায়াপাত হ'তে দিওনা। অনুগ্রহ ক'রে এই বালিকাকে তার স্বস্থানে যেতে দাও—তোমার পুণ্যের পথ প্রশস্ত হ'ক্।

চন্দ্র।—বৃদ্ধ, আমি তোমাদের গন্তব্য পথ রোধ করবনা, তোমরা যথেচ্ছা গমন করতে পার।

মহা।—তোমার জয় হ'ক্।

[মহাব্রত ও আহুতির প্রস্থান।

চন্দ্র।—(জনান্তিকে) সুমন্ত! যাও, এই বৃদ্ধ ও বালিকার অনুসরণ কর, এদের আবাসস্থান দেখে এস। এরা কি, কে, সমস্ত সন্ধান সংগ্রহ করে আনবে।

সুমন্ত।—আজ্ঞে, আর বেশী বলতে হবেনা, আমি এই পা বাড়ালুম।

[সুমন্তের প্রস্থান।

চন্দ্র।—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! লজ্জাভার-নমিতাঙ্গী—সুন্দর—সু-অবয়ব—এ যুবতী কে? একাকিনী—নরশার্দ্দুলের আবাসভূমি এই পাটলীপুত্রে যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় একাকিনী! অনেক সুন্দরী দেখেছি, কারো কারো রূপমোহে এ হৃদয় ক্ষণিক আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু এমন মাধুরী তো কখন দেখিনি! করুণা যেন মূর্ত্তিময়ী হয়ে আজ পাটলীপুত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন!

বিপথা।—চন্দ্রপীঠ!

চন্দ্র।—(চমকিয়া) কে ও? বিপথা? আর কে? ধুরন্ধর, কুরঙ্গধর, তোমরা কতক্ষণ?

ধুর।—বাবা এরমধ্যেই চোখে জাল পড়ল! তিনতিনটে জ্যান্ত মূর্ত্তি—তার ভেতর আবার একজন মেয়েমানুষ, এতক্ষণ নজরে পড়লনা?

চন্দ্র।—বিপথা, সংবাদ কি?

বিপথা।—তোমাকেই খুঁজছিলুম। কলাবতী ধুরন্ধর কুরঙ্গধরকে নিমন্ত্রণ করতে বলেছিল, এদের বলেছি; আজ তার বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছে, তোমাকেও তাতে উপস্থিত থাকতে হবে, সে সংবাদ তো পেয়েছ?

চন্দ্র।—বিপথা, আজ আমাকে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হতে হচ্ছে কর্ত্তব্য—গুরুতর কর্ত্তব্যে বাধ্য হয়ে আজ আমাকে স্থানান্তরে যেতে হবে।

বিপথা।—আমার বাড়ীতে আসতে হবে বল্লেই তুমি পাশ কাটাও, আজ কলাবতীর বাড়ীতেও যেতে চাইছ না, ভয় হচ্ছে বুঝি?

চন্দ্র।—ভয় আবার কাকে?

বিপথা।—কেন, কলাবতীকে? তার জিভে যে ক্ষুরের ধার!

চন্দ্র।—তোমার মধুর অধরৌষ্ঠ কিংবা কলাবতীর তীব্র রসনা, আমার পক্ষে দুই সমান। কলাবতীকে আমি ভয় ক'রব কেন?

বিপথা।—কেন তা আমি কি জানি? জিজ্ঞাসা কর সহরের লোককে। তারা তোমার নাম আর কলাবতীর নাম এক সঙ্গে বলতে ভালবাসে।

চন্দ্র।—কি রকম?

বিপথা।—সকলে বলে কলাবতী তোমার বাগ্‌দত্তা।

চন্দ্র।—বটে! কৈ, আমিতো এতদিন জানতুম না যে আমার এমন ভাগ্য!

বিপথা।—তা মিলবে মন্দ নয়, চন্দ্রপীঠ আর কলাবতী।

কুরঙ্গ।—হাঁ হাঁ রাজযোটক হবে! রাজযোটক হবে! আমরা দুটো মিষ্টি খেয়েই মুখশুদ্ধি ক'রব।

ধুর।—মিষ্টি খায় কোন্ শালা? কারণ-সাগরে জীবনতরী ভ্যাসিয়ে দিয়ে হাবুডুবু খাব বাবা!

চন্দ্র।—দেখ বিপথা, জীবনে অনেক ভুল করেছি, কিন্তু বিয়ে করে ভুলের সংখ্যা আর বাড়াবনা।

বিপথা।—আচ্ছা দেখা যাবে, বেঁচে থাকলে কতই দেখব। এখন তবে আসি। ধুরন্ধর, কুরঙ্গধর, মনে আছে তো আজ কলাবতীর বাড়ীতে আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ?

কুরঙ্গ।—তোমাদের নিমন্ত্রণ কবে ভুলেছি বল।

ধুর।—এসব কাজে ভুল হবার যো নেই। তবে পা দু'খানা ঠিক রাখতে পাল্লে হয়!

[কুরঙ্গধর, ধুরন্ধর ও বিপথার প্রস্থান।

চন্দ্র।—(স্বগতঃ) বিবাহ? অসম্ভব!—কিন্তু এই সুন্দরী—কি মিষ্ট তার চাউনি—কি সরল—কি পবিত্রতাময়! দরিদ্র বৈষ্ণববালা কি এত পবিত্র হ'তে পারে!

(সুমন্তের প্রবেশ)

কি সুমন্ত, সংবাদ কি?

সুমন্ত।—এই নগরের উপকণ্ঠে একটী ছোট বাড়ীতে।

চন্দ্র।—সে বাড়ীতে আর কাউকে দেখলে?

সুমন্ত।—সে বাড়ীর উপর নগরপালের নজর আছে।

চন্দ্র।—কেন?

সুমন্ত।—সকলে সন্দেহ করে এ বাড়ীতে যারা আছে তারা বৈষ্ণব।

চন্দ্র।—এ সংবাদ কি জনশ্রুতি মাত্র?

সুমন্ত।—শুধু জনশ্রুতি নয়, এ বাড়ীর উপর গুপ্ত পাহারা নিযুক্ত আছে।

চন্দ্র।—গুপ্ত প্রহরী ?

সুমন্ত।—হাঁ।

চন্দ্র।—এ বিভাগের শাসনকর্ত্তা কে ?

সুমন্ত।—শার্দ্দূলক।

চন্দ্র।—শার্দ্দূলকই বটে ! যেমন নাম তেমনি প্রকৃতি। ব্যাঘ্রের ন্যায় রক্তপিপাসু, সর্পের ন্যায় ক্রূর—এই শার্দ্দূলক। যদি এদের বিপক্ষে কোন প্রমাণ না পায়, শার্দ্দূলক প্রমাণ প্রস্তুত করে নেবে। সুমন্ত, শীঘ্র এক কাজ কর ; যাদের উপর এই গুপ্তপ্রহরার ভার, তাদের সঙ্গে দেখা কর। যদি এই নিরীহদের বন্দী করবার কোন রাজাদেশ থাকে, কালবিলম্ব না ক'রে আমায় সংবাদ দেবে। বুঝলে ?

সুমন্ত।—আজ্ঞে হাঁ, জলের মতন বুঝেছি।

চন্দ্র।—যাও।

[সুমন্তের প্রস্থান।

শার্দ্দূলক ! এই নরশার্দ্দূলের গ্রাস হ'তে এই সরলা বালিকাকে রক্ষা করতেই হবে। এ সুন্দরীর জন্য আমি নিয়তির নির্দ্দিষ্ট কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ক'রে রেখেছি ! কি মাধুর্য্য ! কি সৌন্দর্য্য ! ইতিপূর্ব্বে আমি রমণীমাত্রকেই বিলাসের সামগ্রী মনে করতুম—বুঝতে পারছি, ভুল করেছি। রমণীমুখের সৌন্দর্য্যে আমি এমন চিত্তচাঞ্চল্য আর কখনও অনুভব করিনি !

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

কলাবতীর সুসজ্জিত কক্ষ।

(কলাবতী, বিপথা ও নর্ত্তকীগণ)

নর্ত্তকীগণ।— [গীত]

ফুল দিয়ে সই সাজাব ফুলে।
দেখি অলি কোন্ ফুলে আজ বসেলো ভুলে॥
মাধুরী উথলে পড়ে ফোটা শতদলে,
মাধুরী লহরী খেলে হৃদয় কমলে,
মাধুরী লুটিছে চারু চরণতলে,
মুখ দেখে সই অবাক হয়ে গোলাপ কুঁড়ি নয়ন খুলে॥

[প্রস্থান।

(কুরঙ্গধর ও ধুরন্ধরের প্রবেশ)

কলা।—আসতে পারবেনা?

ধুর।—একদম না।

বিপথা।—আমি তোমার নাম ক'রে দু' তিনবার বল্লুম, কিন্তু সে কথা কাণেই তুল্লেনা।

কলা।—এমন কি কাজ? তারি কথামত এই উৎসবের আয়োজন, আর সেই-ই এলনা!

ধুর।—আসবার পথে পাহাড় উঠে গেছে, আর তাকে আসায় কে? (সুরে) "কালো দুটো চোখের তারা, কল্লে আমায় দিশেহারা, রাস্তায় বড় ছেলেধরা, পথ চলা যে হ'ল ভার!"

বিপথা।—সে মেয়েটার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ; রক্ষীরা তাকে বন্দী করেছিল, তাদের ছেড়ে দিতে হুকুম দিলে।

কলা।—সে মেয়েটা কে ?

ধুর।—কে তার ঠিকুজি কুষ্ঠির সন্ধান রাখে বল ? একটা ভিখিরীর মেয়ে-টেয়ে হবে !

কলা।—না বিপথা, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয়না। চন্দ্রপীঠ এত হীন নয় যে একটা ভিখিরীর মেয়েকে দেখে আত্মহারা হবে। বিনাদোষে রক্ষীরা হয়তো তাদের ধরেছিল, তাই সে তাদের মুক্ত করে দিয়েছে।

কুরঙ্গ।—একেবারে যে নিছক বিনিদোষে রক্ষীরা ধরেছিল তা আমার মনে হয়না। তাদের রকম-সকম দেখে আমারো কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে তারা বৈষ্ণব।

বিপথা।—আমি দিব্যি করে বলতে পারি তারা রাজদ্রোহী। কর্ম্মচারীরা ঠিকই ধরেছিল, চন্দ্রপীঠের কি জানি কেন হঠাৎ দয়া হ'ল, তাদের ছেড়ে দিলে।

কুরঙ্গ।—তা যাক্, সে যা হবার তাতো হয়েছে। এখন আমরা কি শুধু-মুখে বসে থাকব ?

কলা।—না, আমাদের আমোদে কোন ব্যাঘাত হবেনা। আজকার অভিনয়ে কথা ছিল চন্দ্রপীঠ "মার" সাজবে, আমি "মার-পত্নী" সাজব। চন্দ্রপীঠ এলনা, অভিনয় বন্ধ থাক্, উৎসব চলুক।

ধুর।—আর কিছু চলুক না চলুক, প্রাণভোরে কারণ চল্লেই খুসী।

কুরঙ্গ।—তুই এত মদও খেতে পারিস ? সেই সকাল থেকে চালাচ্ছিস, এখনও এল নিনি ?

ধুর।—বাবা, তিন পুরুষ টেনে আসছি—পিতামহ টেনেছেন, পিতা টেনেছেন, পুত্রও টানছেন—এরমধ্যে এলব ?

কলা।—(স্বগতঃ) চন্দ্রপীঠ এলনা, সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। যাক্—না আসে নাই আসুক, আমার তাতে কি ? (প্রকাশ্যে) উৎসব চলুক।

ধুর।—উৎসবটা কেমন কবন্ধ হ'য়ে গেল—মাথা নেই শুধু ধড়টা ছট্‌ফট্ করছে। তা রঙ্গিণীরা, তোমরা কোথায় গেলে ? কি শিখেছ তার পরিচয় দাও।

কলা।—বিপথা, কাল যদি চন্দ্রপীঠ না আসে তার সঙ্গে আর কথা কবনা। তুমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে আর একবার আমার কথা বোলো, বোলো আমিই বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ—না মনঃক্ষুণ্ণ নয়—বড়ই দুঃখিত হয়েছি।

বিপথা।—সে এখানে থাকবেনা বলেছে—বলেছে আজ স্থানান্তরে যাবে। বেশ, তবুও আমি আর একবার তার সন্ধান ক'রব।

ধুর।—জুড়িয়ে গেল যে বাবা। হয় সুর, না হয় সুরা—একটা কিছু ছাড়, একটু চানকে নিই।

কলা।—আমার সঙ্গে এস, তুমি কত খেতে পার দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

কেন ফুলকলি মিছে সুবাস ছড়াও।
কি আশে জাগিয়ে শশী যামিনী পোহাও॥
যার আশে আছি ব'সে সেতো এলনা,
তারে দেখি দেখি দেখা হ'লনা,
কেঁদে কেঁদে কেন অলি যাতনা জাগাও।



বিরহ করেছি সার,
ফণী-ফণা ফুলহার,
কেন বহ সমীরণ, কোকিলা কেনরে গাও।
অবলারে দিয়ে জ্বালা কিবা সুখ পাও ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

রাজপথ।

(চন্দ্রপীঠ)

চন্দ্র।—সুমন্ত অনেকক্ষণ গেছে, এখনও ফিরছেনা কেন ? বিশেষ সংবাদ কি জানতে পারেনি ?

(নাগকেশরের প্রবেশ)

নাগ।—এই যে সেনাপতি মহাশয়, আপনি এখানে ? আপনারই অন্বেষণে যাচ্ছিলেম। মহারাজ রুদ্রচণ্ড আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

চন্দ্র।—পত্র কি জরুরি ?

নাগ।—জরুরি।

চন্দ্র।—(পত্রপাঠ) "আরো অবগত হইয়াছি এই বৈষ্ণবেরাই ষড়যন্ত্রের নেতা—পুরুষ হ'ক, স্ত্রীলোক হ'ক বা বালক হ'ক, কাহারো নিস্তার নাই। এ সম্বন্ধে তোমার উপর আমরা সমস্ত ভারই ন্যস্ত করিলাম। তুমি আমাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র, তোমার উপর ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি কেহ এ কার্য্যে অবহেলা

বা বিশ্বাসভঙ্গ করে, জানিও তার মৃত্যু সুনিশ্চিত!"—এ আদেশও পালন করতে হবে! অবহেলায় মৃত্যু!—এ বালিকা কি সত্যই বৈষ্ণব-কন্যা?

(সুমন্তের প্রবেশ)

চন্দ্র।—(জনান্তিকে) আর কোন সংবাদ আছে?

সুমন্ত।—সে বালিকা বৈষ্ণব-কন্যাই বটে।

চন্দ্র।—বৈষ্ণব-কন্যা?

সুমন্ত।—হাঁ। যখন আমি সে বাড়ীর ভিতরে কে আছে দেখছিলুম, দেখতে পেলুম একটী ছোট ছেলে মেয়েটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। মেয়েটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, তারা ছ'জনেই এদিকে আসছে।

(আহুতি ও নির্ম্মাল্যের প্রবেশ)

আহুতি।—নির্ম্মাল্য, আর তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবেনা, তুমি বাবার কাছে ফিরে যাও।

নির্ম্মাল্য।—না দিদি, তোমায় এখন ছেড়ে দেবনা। তুমি আগে তোমার বাড়ী যাও, তারপর আমি ফিরে যাব। তুমিতো জান এখানকার পথ নিরাপদ নয়!

চন্দ্র।—বালক, তোমার পক্ষে কি এ পথ নিরাপদ?

নির্ম্মাল্য।—আমি আমার জন্য ভাবিনি।

আহুতি।—নির্ম্মাল্য, তুমি এস, আর বিলম্ব কোরোনা। আমি এখন অনায়াসেই যেতে পারব।

চন্দ্র।—সুন্দরি, বালক মিথ্যা বলেনি, এ পথ তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। এ বালক গৃহে যাক্, আমাকে তোমার রক্ষী হয়ে যেতে আদেশ দাও।

আহুতি।—মহাশয়, আপনার এ অযাচিত সাহায্যদানের ইচ্ছায় আপনাকে সাধুবাদ করছি, কিন্তু আপনার এ সাহায্যদানের প্রয়োজন হবেনা।

চন্দ্র।—কেন সুন্দরি, তুমি কি আমায় ভয় কর?

আহুতি।—আপনার নিকট হ'তে দূরে থাকাই আমার প্রতি আমার গুরুর আদেশ।

চন্দ্র।—তোমার গুরুতো সেই বৃদ্ধ?

আহুতি।—হাঁ, তিনিও বলেছেন, আরো অনেকে বলেছেন।

চন্দ্র।—তবেতো দেখছি আমার খুব সুনামই রটেছে! হয়তো আমি এ দুর্ণামের যোগ্য কিংবা হয়তো নয়! এতদিন খেয়ালের বশেই চলেছি, ভালমন্দ বিচার না ক'রে যখন যা মনে করেছি তাই করেছি—কিন্তু আজ দেখছি আমার উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তি সংযত হয়ে আসছে। আজ বুঝতে পারছি অভিশপ্ত পাটলীপুত্রে আমি একটী জিনিষের কাঙাল! সুন্দরি, বলতে পার সে জিনিষটী কি?

আহুতি।—জানিনা। মহাশয়, আমায় অনুগ্রহ করে যেতে দিন!

চন্দ্র।—অনুগ্রহ ক'রে আমায় তোমার সঙ্গে যেতে বল। এ অমূল্য রত্ন রক্ষীশূন্য হ'য়ে যেতে দিতে সাহস করিনি।

(শার্দ্দুলক ও কর্ণাটকের প্রবেশ)

কর্ণা।—এই সেই মেয়েটা!

শার্দ্দু।—সেনাপতি মহাশয়, এ স্ত্রীলোকটী কে?

চন্দ্র।—রমণীর নাম আহুতি।

শার্দ্দু।—কর্ণাটকের নিকট অবগত হলুম এ রমণী ষড়যন্ত্রকারী বৈষ্ণবদের দলভুক্তা। একে এতক্ষণ বন্দিনী করাই আপনার উচিত ছিল।

চন্দ্র।—আমার কি উচিত কি অনুচিত তা আমি জানি, সে সম্বন্ধে আমি তোমার উপদেশপ্রার্থী নই।

নাগ।—এ যদি ষড়যন্ত্রকারীর দলভুক্তা হয়, আপনি বন্দী না করুন, আমরাই এখনি বন্দী ক'রব। রাজাদেশ পালন আপনার কর্ত্তব্য না হ'লেও আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

চন্দ্র।—রাজার প্রতি যেমন আমার কর্ত্তব্য আছে, আমার নিজের সম্বন্ধেও সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে।—সুমন্ত! তুমি এই বালিকার রক্ষী হয়ে একে গৃহে পৌঁছে দাও।

নাগ।—মহারাজের আদেশ যদি আপনি অমান্য করেন——

চন্দ্র।—যথেষ্ট হয়েছে। ভুলে যেওনা কার সামনে কথা কচ্ছ! তোমরা যদি রাজকর্ম্মচারী, আমি রাজার সেনাপতি! সুমন্ত, তোমাকেই আমি এই বালিকার রক্ষী নিযুক্ত কল্লুম। এই বালিকার ইষ্টানিষ্টের জন্য তুমি দায়ী।—যাও।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

মহাব্রতের গৃহাভ্যন্তর।

(মহাব্রত, চরণদাস ও নির্ম্মাল্য)

মহা।—পথে আহুতির সঙ্গে চন্দ্রপীঠের কোন কথা হয়েছিল?

নির্ম্মাল্য।—বেশী কথা হয়নি, দু'একটা কথা হয়েছিল।

মহা।—তুমি এইমাত্র যা বল্লে?

নির্ম্মাল্য।—আজ্ঞে হঁা।

মহা।—নাগকেশর কিম্বা সেই গুপ্তচরের সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়েছিল?

নির্ম্মাল্য।—না, আর দেখা হয়নি।

মহা।—নির্ম্মাল্য, যদিও তুমি বয়সে বালক, তথাপি সাধুর সেবায় তোমার জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সদসতের বিচার করবার ক্ষমতাও তোমার যথেষ্ট আছে। আমি অতি শৈশব থেকেই তোমায় পালন করে আসছি। তুমি ধীর, সুবোধ, ভগবদ্‌ভক্তিতে তোমার হৃদয় পূর্ণ। তুমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত পবিত্র। দারিদ্র্যে পালিত হয়েছ ব'লে এই বয়সেই সহ্য করবার অসাধারণ শক্তি তোমাতে জন্মেছে। বৎস, তোমায় অধিক কি বলব, কঠোর পরীক্ষার দিন সম্মুখে। তুমি বুঝতে পাচ্ছ কি, তোমার ভগ্নী আহুতির কি বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা?

নির্ম্মাল্য।—পিতা, বিপদ তো আপনারও বড় কম নয়!

মহা।—আমাদের বিপদে আর আহুতির বিপদে প্রভেদ আছে। আমাদের বিপদ, আমরা বৈষ্ণব বলে ধরা পড়লে মৃত্যু—কিন্তু তার জন্য তো সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আহুতির বিপদ মনে কল্লেও শরীর শিউরে উঠে! চন্দ্রপীঠের পাপনয়নে সে পড়েছে! চন্দ্রপীঠ বীর, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত; তার লালসাবহ্নিতে আহুতি আমার আহুতি না পড়ে সেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কা।

নির্ম্মাল্য।—আমাকে কি করতে অনুমতি করেন?

মহা।—আহুতি যে বৈষ্ণব-কন্যা এখনো চন্দ্রপীঠ তা জানেনা, কিন্তু সন্দেহ করে। সে আহুতির সঙ্গে তোমাকে দেখেছে। এখন

তোমাকে বন্দী করাও বিচিত্র নয়। তুমি বালক, তোমাকে পাড়ন কল্লে আমাদের সকল বৃত্তান্ত জানা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে মনে ক'রে তোমায় তারা বন্দী করতে পারে, পীড়ন করতে পারে।

নির্ম্মাল্য।—পিতা, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। যদিই আমাকে তারা বন্দী করে যতই কেন পীড়ন করুকনা, যতই কেন যন্ত্রণা দিকনা, আমি প্রাণ থাকতে আমাদের কোন কথাই তাদের ব'লবনা।

মহা।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা তোমার মনে আছে? মানুষের দেহ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায়—এ ছিন্ন বস্ত্রের উপর মমতা রাখা বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য?

নির্ম্মাল্য।— পিতা, আপনারই শ্রীমুখে শুনেছি বৈষ্ণবের নিজ দেহ মন আত্মীয় স্বজন কিছুই নেই—সবই সেই শ্রীকৃষ্ণের। যদি এই ভগবানের দত্ত দেহ তাঁরি ইচ্ছায় যায়, তাতে আর দুঃখ কি?

মহা।—বৎস, তোমার কথায় আমি পরম সন্তুষ্ট হলুম। তোমার নাম নির্ম্মাল্য—ভগবানের শ্রীপদে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় তুমি মলাহীন! আশীর্ব্বাদ করি তোমার কার্য্য তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক।

নির্ম্মাল্য।—আমি তাহ'লে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে মহাবনের দিকে যাত্রা করি, রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেখানে পৌঁছতে হবে।

মহা।—যাও, কিন্তু খুব সাবধানে গৃহ ত্যাগ কোরো। সোজা পথ দিয়ে যেওনা, গলিপথ ধরে যাও। আমি স্থির করেছি মহাবন থেকে আর আমরা পাটলীপুত্রের দিকে ফিরবনা—গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ক'রব! আমার শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি নিয়ে সত্বরেই এ বাড়ী পরিত্যাগ ক'রব, সুতরাং এখানে আর তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা রইলনা।

নির্ম্মাল্য।—পিতা, প্রণাম।

মহা।—নারায়ণ তোমার সহায় হ'ন। [নির্ম্মাল্যের প্রস্থান।

চরণ।—বালকের কথা শুনলে মনে হয় বুঝি এখনও ভগবান্ আমাদের প্রতি বিমুখ হননি। বালকের বিশ্বাসও অদ্ভুত—ভক্তিও অদ্ভুত!

মহা।—চরণদাস, তাহ'লে তুমি আর বিলম্ব কোরোনা। মোহান্ত মহারাজকে সংবাদ দিয়ে মহাবনে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বিশেষ বিবেচনা করে দেখলুম এ দেশ পরিত্যাগ করাই বিধি। এখানে অবস্থান কোনপ্রকারে নিরাপদ নয়—বিশেষতঃ আহুতির জন্য আমি অধিক চিন্তিত হয়েছি। রুদ্রচণ্ড যেমন নিষ্ঠুর-প্রকৃতি, তার সেনাপতি এই চন্দ্রপীঠও তেমনি নিষ্ঠুর, লম্পট এবং সুরাপায়ী! আহুতির রূপে আকৃষ্ট হওয়া চন্দ্রপীঠের পক্ষে অসম্ভব নয়। বালকের কথার ভাবে বুঝলুম পথে আহুতিকে দেখে সে একটু বিচলিতও হয়েছে। তুমি মোহান্ত মহারাজকে আমার সমস্ত সংবাদ বোলো—বোলো আমার ইচ্ছা তিনিও আমাদের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

চরণ।—আজ্ঞে, সমস্তই ব'লব। বিপদ যা দেখে গেলুম আর বুঝে গেলুম, তাতে আমারও ধারণা জন্মেছে এ দেশ মানুষের নয়, এ দেশ পিশাচের অধিকৃত!

নেপথ্যে আহুতি।—পিতা পিতা, দোর খুলুন, দোর খুলুন।

মহা।—কেও? মা আহুতি? (দ্বারোন্মোচন)

(আহুতির প্রবেশ)

কি মা, এমন ব্যস্ত হ'য়ে যে অসময়ে! নির্ম্মাল্য এইমাত্র এখান থেকে গেল, তার সঙ্গে দেখা হয়নি? আমি যে তাকে বলে দিলুম তোমরা এখন বাড়ী থেকে না বেরোও।

আহুতি।—কৈ, নির্ম্মাল্যের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি! তার ফিরতে বিলম্ব দেখে তাকে খুঁজতেই এখানে আসছিলুম। কিন্তু পিতা, আপনার আদেশ অমান্য করে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি! আমাকে কে যেন অনুসরণ করেছে।

মহা।—কে?

আহুতি।—চিনতে পারিনি। যেমন বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, দেখলুম একটা গাছের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে পড়ল। তার দৃষ্টি এড়াবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা কল্লুম, পাল্লুম না। সামনে দেখলুম একটা বাড়ীর দরজা খোলা—তাড়াতাড়ি সেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। লোকটা বোধ হয় অন্ধকারে আমায় দেখতে পেলেনা, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সে দৃষ্টির বাহিরে গেলে আমি ছুটে এখানে এলুম।

মহা।—তাহ'লে তুমি যে এখানে প্রবেশ করেছ, সম্ভবতঃ তা সে জানতে পারেনি?

আহুতি।—বোধ হয় না।

মহা।—চরণদাস, দেখছ? বৈষ্ণবদের নির্য্যাতন দেখছ? বুদ্ধ নারায়ণের অবতার, হিন্দুরা তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, ভক্তি করে। কিন্তু কতকগুলো নীচ স্বার্থপর আত্মসেবাপরায়ণ ভণ্ড বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে বিকৃত ক'রে একটা নিজেদের সুবিধার মত ধর্ম্ম গড়ে নিয়েছে। তারা না বৌদ্ধ—না হিন্দু—না কোন ধর্ম্মাবলম্বী! পরিচয় দেয়—বৌদ্ধ কাপালিক। ধর্ম্মের বিকৃত অর্থ ক'রে এরাই এখন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শূন্যবাদ প্রচার করছে। চার্ব্বাকের মতাবলম্বী নাস্তিক, ঈশ্বর মানেনা, পরকাল মানেনা, শাস্ত্র মানেনা, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, সাধু অসাধু বিচার নেই,

সর্ব্বদাই আত্মসুখে বিব্রত, ভোগতৃষ্ণা নিবারণের জন্য নরহত্যা ভ্রূণহত্যা স্ত্রীহত্যা কোন দুষ্কর্ম্মেই এরা বিরত নয়। সুরাপায়ী, কামবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত কোন অকার্য্য করতে এরা দ্বিধা করেনা। এদের অত্যাচারে ভারতবর্ষ ত্রস্ত—নরনারী শান্তিহীন—দুর্ব্বল—পদদলিত! গৃহে গৃহে অশান্তির অগ্নি! রাজা এদের সহায়, সুতরাং এদের অত্যাচার নিবারণ করতে সমর্থ কেউ নেই! উপায় কি? ঈশ্বর যুগে যুগে এই ভারতবর্ষে অবতার হয়েছেন! তাঁর পদস্পর্শে যে ভূমি স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী—আজ সেই পুণ্যভূমিতে অনাচার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত দেখে প্রাণ কেঁদে উঠে! এমনি করেই কি দিন যাবে? বৈষ্ণবশক্তি ক্ষুন্ন—বৈষ্ণব দেখলেই শৃগাল-কুকুর জ্ঞানে তাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়—লাঞ্ছনার একশেষ করে—বৈষ্ণব-ধ্বংসেই মোহান্ধদের পৈশাচিক উল্লাস!

(নেপথ্যে)।—কে আছ, দরজা খোল।

মহা।—কে ও?

(নেপথ্যে)।—দ্বার খুললেই দেখতে পাবে।

মহা।—কার অনুসন্ধান কর?

(নেপথ্যে)।—গৃহস্বামীর।

মহা।—তোমার পরিচয়?

চরণ।—স্বর কি পরিচিত?

আহুতি।—কোথায় শুনেছি কি!

চরণ।—আচ্ছা, খুলেই দিন না।

মহা।—বেশ। আহুতি, তুমি একটু অন্তরালে যাও। (দ্বারোন্মোচন

[আহুতির প্রস্থান।

(বৃদ্ধবেশী চন্দ্রপীঠের প্রবেশ)

মহা।—কে তুমি ?

চন্দ্র।—এ ব্যক্তি কে ?

মহা।—অন্তরঙ্গ।

চন্দ্র।—এর সামনে সব কথা বলতে পারি ?

মহা।—নিঃসঙ্কোচে পার ; কিন্তু বৃদ্ধ, তুমি কে ?

চন্দ্র।—আমার নাম ত্রিবক্র, আমি কাঠুরে, কাঠ কেটে খাই, কিন্তু বয়েস হয়েছে, এ হাতে আর কুড়ুল ধরতে পারিনি।

মহা।—তা বেশ, এখানে কি জন্য এসেছ ? কিছু সাহায্য প্রার্থনা কর ?

চন্দ্র।—তোমরা বৈষ্ণব এই সন্দেহে কি আজ ধরা পড়েছিলে ?

মহা।—পড়ি না পড়ি, সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন কি ?

চন্দ্র।—আমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন হ'তে পারে। তোমরা কি যথার্থই বৈষ্ণব ?

মহা।—এরূপ প্রশ্ন করবার তোমার অধিকার কি ?

চন্দ্র।—শুনলে একটু আশ্চর্য্য হবে বোধ হয়—যদিও আমি হীন কাজ করি, ব্যবসার খাতিরে রাজদরবারে দু'দশজন উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। এই সব কর্ম্মচারী বৈষ্ণব-হিংসুক, তারা কুষ্ঠব্যাধির মত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে।

মহা।—এ কথা তো সকলেই জানে।

চন্দ্র।—কিন্তু তার মধ্যে দু'একজনের এতটা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ না থাকলেও না থাকতে পারে ; তারা শুধু কর্ত্তব্যের দায়ে রাজাজ্ঞা পালন করে মাত্র।

মহা।—উত্তম।

চন্দ্র।—দু'একজন এমনও আছেন, যাঁরা অজ্ঞান ধর্ম্মোন্মাদ মনে ক'রে এই বৈষ্ণবদের একটু দয়ার চক্ষেও দেখেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কুসংস্কারপূর্ণ, ঈশ্বর বলে যে কোন বস্তু নেই—কর্ম্মই ঈশ্বর—এ তত্ত্ব তারা জানেনা বলেই নিজেকে বঞ্চনা ক'রে ভগবানের দাস বলে পরিচয় দেয়—আর পরকালের শাস্তির ভয়ে ঐহিক সুখ হতে আত্মবঞ্চনা করে।

মহা।—দেখছি তোমার বয়েস হয়েছে, তুমি কি তা আমি জানিনা, তুমি যা বলছ তার অর্থ জান কি?

চন্দ্র।—জানি বলেই তো বলছি। মানুষকে এক-ধর্ম্মাবলম্বী করাই আমাদের রাজার উদ্দেশ্য। সে ধর্ম্ম আত্মভোগে—যা নেই, এমন পুরুষের গুণকীর্ত্তনে নয়। রাজদরবারে প্রকাশ, এই বৈষ্ণবেরা শুধু ঈশ্বর-বাদী নয়—তারা রাজদ্রোহী। তারা ষড়যন্ত্র ক'রে রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করতে চায়!

মহা।—বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরবাদী শুনেছি বটে, কিন্তু তারা যে রাজদ্রোহী এ কথা নূতন শুনলুম। যারা ভগবানে আত্ম নিবেদন করেছে তাদের নিকট রাজ্য ঐশ্বর্য্যের কোন মূল্যই নেই। তাদের সুখ নরহত্যায় নয়—মানুষের ধর্ম্মজীবনের উদ্বোধনে। তাদের সুখ সুরাপানে নয়—ভগবানের নামসুধাপানে। আজ রুদ্রচণ্ড মগধের অধীশ্বর, রুদ্রচণ্ড নাস্তিক, রুদ্রচণ্ড কাপালিক-ধর্ম্মাবলম্বী! ব্যভিচার অত্যাচার তার অঙ্গের ভূষণ, রক্তপাতে তার আনন্দ, তাই মগধের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকারে পূর্ণ—গৃহে গৃহে অশান্তি—গৃহে গৃহে রোদনের রোল!

চরণ।—উত্তেজিত হবেন না, উত্তেজিত হবেন না।

চন্দ্র।—বৃদ্ধ, তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। তুমি যার

রাজত্বে বাস করছ অকুতোভয়ে তার নিন্দা করছ? কিন্তু সাবধান, আমার কাছে যা বল্লে আর কারও কাছে এমন কথা বোলোনা।

মহা।—তোমার সংবাদ কি তাই বল।

চন্দ্র।—আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেনো। আমি তোমাকে সাবধান করছি।—শোন—রাজকর্ম্মচারীরা সন্দেহ করেছে তোমরা বৈষ্ণব। নাগকেশর ও শার্দ্দূলক তোমাকে বিনাশ করতে কৃতসংকল্প। আহুতি নামে যে একটি বালিকা তোমাদের সঙ্গে আছে, তাকে ধরবার জন্য তারা ফিরছে। যদি যথার্থই তোমরা বৈষ্ণব হও, তাহ'লে অন্ততঃ আহুতির মঙ্গলের জন্য তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর। তুমি আমার ন্যায় বৃদ্ধ, জীবন মরণ তোমার কাছে সমান; কিন্তু আহুতি এখনও বালিকা, তার সংসারের সুখ-সাধ অপূর্ণ। আমার অনুরোধ, তোমরা তার অনিষ্টের কারণ হোয়োনা।

মহা।—সংসারের সুখ-সাধ? সুখ কাকে বলে জান? আহুতি!

(আহুতির প্রবেশ)

আহুতি।—পিতা!

চন্দ্র।—(স্বগতঃ) সেই মুখ! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মহা।—মা আহুতি! এই আগন্তক আমায় কি বলছে জান? তোমায় পরিত্যাগ করতে।

আহুতি।—কেন পিতা?

মহা।—তুমি বালিকা, তোমার সংসারের সুখ-সাধ অপূর্ণ, কিন্তু আমার সঙ্গে থাকলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কি চাও? মৃত্যু? না, সংসার-সুখ-সাধ-জড়িত জীবন?

আহুতি।—না পিতা, আমি নশ্বর ভোগসুখ চাইনা; আমি আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যাবনা। সাধুসেবায় যদি আমার মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু আমার জীবন—আমার আনন্দ—আমার সুখ!

মহা।—এই ব্যক্তি বলছে সংসার বড় সুখের।

আহুতি।—এ জানেনা, সুখের আস্বাদন এ কখনও পায়নি—(চমকিয়া) পিতা! এই ব্যক্তি আমার অনুসরণ করেছিল!

মহা।—কে? এই বৃদ্ধ? ত্রিবক্র, এই বালিকার কথা কি সত্য?

আহুতি।—এর নাম ত্রিবক্র নয়, এ চন্দ্রপীঠ, রুদ্রচণ্ডের সেনাপতি।

চন্দ্র।—সুন্দরি, তোমার চক্ষে শুধু মাধুর্য্য লুক্কায়িত নেই—তাতে দৃষ্টির প্রাখর্য্যও যথেষ্ট আছে। আর ছদ্মবেশের প্রয়োজন নেই—শোন বৃদ্ধ, আমিই চন্দ্রপীঠ। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ) রুদ্রচণ্ডের আদেশে আমি মগধে বৈষ্ণব উচ্ছেদ করতে কৃতসংকল্প। স্ত্রী, পুরুষ, কিংবা বালক—বিচার নেই। তোমরা যে বৈষ্ণব তার প্রমাণ এখনও পাইনি, সে প্রমাণ যেন কখনও না পাই। যত দিন রুদ্রচণ্ড আছেন—আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। কল্যাণি, আমি তোমার কল্যাণের জন্য অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত—কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করতে প্রস্তুত নই। এই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলছি তোমরা এখনও সাবধান হও।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

মহা।—কেও? কে দ্বারে আঘাত করে?

নেপথ্যে।—অন্তরঙ্গ মাধবদাস—শীঘ্র দরজা খুলুন—সংবাদ বড় অশুভ।

(মাধবদাসের প্রবেশ)

মহা।—কি সংবাদ?

মাধব।—নির্ম্মাল্য ধরা পড়েছে।

মহা।—ধরা পড়েছে!

মাধব।—হাঁ ধরা পড়েছে।—এ ব্যক্তি কে?

চন্দ্র।—আমি চন্দ্রপীঠ, মগধের সেনাপতি।

মাধব।—আপনি এখানে?

চন্দ্র।—সে কথা পরে। নির্ম্মাল্য কে? সুন্দরি, যে বালককে তোমার সঙ্গে দেখেছিলুম, সেই কি?

আহুতি।—হাঁ হাঁ, সেই—সেই।

চন্দ্র।—কখন ধরা পড়েছে?

মাধব।—এইমাত্র।

চন্দ্র।—কে ধরেছে? শার্দ্দূলক?

মাধব।—আ—আ—

চন্দ্র।—শীঘ্র বল।

মাধব।—হাঁ—সেই।

চন্দ্র।—কোথায় তাকে নিয়ে গেছে জান?

মাধব।—নাগকেশরের বাড়ী।

চন্দ্র।—থাক্, আর শুনতে চাইনি। যদি সে বালক তোমাদের সমস্ত রহস্য জানে তাহ'লে তোমরা এখনি এ সহর পরিত্যাগ কর। তোমাদের কথা আর গোপন থাকবেনা, সে বালকের কাছ থেকে তারা সমস্ত সন্ধানই জেনে নেবে। আমি শার্দ্দূলকের কাছে চল্লুম—আমি তার কর্ত্তব্য কাজ থেকে তাকে নিরস্ত করতে পারব না—কিন্তু তোমরা পালাবার অবসর পাও, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাতে পারব। আমার কথা শোন, পালাও। [প্রস্থান।

আহুতি।—পিতা পিতা! কি হবে? নির্ম্মাল্যকে কি রক্ষা করতে পারবেন না?

মহা।—রক্ষাকর্ত্তা এক নারায়ণ! মঙ্গলময়ের মনে যা আছে তাই হবে, আমাদের ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই।

আহুতি।—ভাই ভাই! পিশাচেরা তোমাকে না ধরে আমাকে ধল্লে না কেন?

মহা।—আহুতি, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নামে নিবেদিতা বলেই তোমার নাম আহুতি। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তোমার আর অপর চিন্তা নেই। তোমার ভাই নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই! ভ্রাতৃশোকে আত্মহারা হয়োনা। শ্রীকৃষ্ণের সংসার—নির্ম্মাল্য তোমারও নয়—আমারও নয়—শ্রীকৃষ্ণের! তিনি যদি রক্ষা করেন, কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবেনা। এস মা, আমরা মহাবনে যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

নাগকেশরের গৃহ।

(শার্দ্দুলক, নাগকেশর ও কর্ণাটক)

শার্দ্দু।—তার পর?

কর্ণা।—সন্দেহ হয়, আমি এর পিছু নেই। একটা লোককে এ বলছিল—বৈষ্ণবরা এক জায়গায় জড় হবে—এমন সময় সে আমায় দেখে ফেল্লে, সাবধান হ'ল, আর কিছু শুনতে পেলুমনা!

শার্দ্দ।—বেশ, তাকে নিয়ে এস।

[কর্ণাটকের প্রস্থান।

বালকের কাছ থেকে কথা বার করে নিতে হবে। ছেলেমানুষ —একটু পীড়ন করলেই সব বলে ফেলবে। এই সঙ্গে সেই মেয়েটাকে পেলে অনেক কাজ হ'ত।

(নির্ম্মাল্যকে লইয়া রক্ষীদ্বয় ও কর্ণাটকের প্রবেশ)

বা বেশ ছেলেটী তো! তোমার নাম কি ছোকরা?

নির্ম্মাল্য।—আমার নাম নির্ম্মাল্য।

শার্দ্দু।—তোমার কে আছে?

নির্ম্মাল্য।—কেউ নেই।

শার্দ্দু।—আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার সত্য উত্তর দেবে? আমায় ভয় কোরোনা। যদি সত্য কথা বল, আমি তোমাকে খুসী করব, অনেক টাকা দেব।

নির্ম্মাল্য।—আমি অর্থের প্রার্থী নই,অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

শার্দ্দ।—আমি শুনেছি তুমি বৈষ্ণব, এ কথা সত্য কি?

নির্ম্মাল্য।—আমি দাস।

শার্দ্দু।—দাস? তুমি চাকরী কর? তোমার প্রভু কে?

নির্ম্মাল্য।—যিনি সকলের প্রভু।

শার্দ্দু।—(স্বগতঃ) যতটা সোজা মনে করেছিলুম তা নয়, ছেলেটা ডেঁপো—বৈষ্ণব ব'লেই মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ও সব ছেঁদো কথা রাখ, আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি তার স্পষ্ট উত্তর দাও।—তুমি বৈষ্ণব?

নির্ম্মাল্য।—আমি যা, তাতো বলিছি।

শার্দ্দু।—কি বলেছ? সোজা উত্তর দাও। তুমি নুড়ী পূজো কর? শুনতে পাচ্ছ? তুমি নুড়ী পূজো কর?

নির্ম্মাল্য।—না, সর্ব্বভূতে যে ঈশ্বর আছেন আমি তাঁরি পূজা করি।

শার্দ্দু।—তাহ'লে তুমি বৈষ্ণব? তুমি ঈশ্বর মান দেখছি। হাঁ কি না স্পষ্ট করে বল।

নির্ম্মাল্য।—আমি স্পষ্টই বলেছি, আপনি ক্রোধে আর হিংসায় অন্ধ তাই আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমি বৈষ্ণব, এ পরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই—আমি বৈষ্ণবের দাস।

শার্দ্দু।—এই কর্ণাটক শুনেছে তুমি কোন লোককে বলছিলে আজ রাত্রে বৈষ্ণবেরা এক জায়গায় মিলিত হবে। এ বৈষ্ণব কারা—তাদের তুমি জান?

নির্ম্মাল্য।—তা আমি বলবনা।

শার্দ্দু।—কোন্ স্থানে মিলিত হবে?

নির্ম্মাল্য।—বলবনা।

শার্দ্দু।—কোন্ স্থানে তুমি জান?

নির্ম্মাল্য।—জানি।

শার্দ্দু।—কোথায়?

নির্ম্মাল্য।—বলবনা।

শার্দ্দু।—দেখছ এই বেত! এর দু'এক ঘা পিঠে পড়লেই বলবে কি না বুঝতে পারবে।

নির্ম্মাল্য।—আপনার ক্ষমতা তো এই বেত মারা পর্য্যন্ত? আপনার কাজ আপনি করুন—বেত মারুন। আমার কাজ আপনার কথার উত্তর না দেওয়া—আমি মার খাই।

শার্দ্দু।—তোর বড়ই স্পর্দ্ধা! রক্ষী, বেত লাগাও।

(রক্ষী কর্ত্তৃক নির্ম্মাল্যকে বেত্রাঘাত)

কেমন? তোমার কাজ চুপ করে থাকা নয়? এখনও বলবে তো বল, নইলে—

নির্ম্মাল্য।—নইলে এইরকম করে আমায় মেরে ফেলবেন? আমায় মারুন, একেবারে মেরে ফেলুন, তবু আমি বলবনা।

শার্দ্দু।—এখনও শোন্, তোর বাঁচবার সাধ হয়না?

নির্ম্মাল্য।—আমার তো মৃত্যু নেই! আমার এ দেহকে আপনি নষ্ট করতে পারেন—কিন্তু আত্মা আমার অমর!

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

শার্দ্দু।—ও এর বুজরুকী দেখছি ঢের! রক্ষী, বালককে আমার কাছে নিয়ে এস।—বালক, তোমায় দেখে আমার মমতাও হচ্ছে; এখনও যদি আমার কথার সত্য উত্তর দাও, তোমায় আর মারিনি।

নির্ম্মাল্য।—আমার নারায়ণ ব্যাধের বাণ পুষ্পাঞ্জলির মত পা পেতে নিয়েছিলেন—আপনার বেত্রাঘাতে কত যন্ত্রণা?

শার্দ্দু।—(স্বগতঃ) অসাধারণ ধৈর্য্য এই বৈষ্ণবদের—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল,—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য! এ বালকের সহ্য-ক্ষমতা আমাকেও চমৎকৃত করেছে! (প্রকাশ্যে) না, সহজে হবেনা—একে জাঁতায় ফেলে পিষতে হবে। শোন ছোকরা, তুমি বোধ হয় জাননা, আমাদের এখানে একরকম জাঁতা আছে, তাতে মানুষ পেষে। তুমি যদি আমার কথার উত্তর না দাও, তাহ'লে তোমায় সেই জাঁতায় ফেলে পিষব—এখনো বোঝ।

নির্ম্মাল্য।—আমি যা বোঝবার বুঝিছি, আপনার যা করবার করুন, আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

শার্দ্দু।—ইচ্ছা করে মরবি কে কি করবে বল্, নইলে তোকে রক্ষা করতে পারতুম।

নির্ম্মাল্য।—কি রক্ষা করতে পারতেন? আমার এই মাংসপিণ্ড? বিশ্বাস ভঙ্গ করে আমি এ দেহ রক্ষা করতে চাইনি।

শার্দ্দূ।—কিছুতেই বলবিনি?

নির্ম্মাল্য।—কিছুতেই না।

শার্দ্দূ।—যাও একে নিয়ে যাও, জাঁতায় পেষো।

[নির্ম্মাল্যকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান!

এ সময় চন্দ্রপীঠকে একবার পেতুম! সেদিন পথে বড় অপমান করেছে! আমরা তো মেয়েটাকে ধরেছিলুম, সেই তো এসে ছাড়িয়ে দিলে।

নাগ।—সেদিনের অপমানের কথা মনে করতে গেলে আমার জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা করে!

শার্দ্দূ।—আমার বিশ্বাস, চন্দ্রপীঠ ছুঁড়ীটাকে ভালবাসে।

(নেপথ্যে জাঁতার শব্দ ও বালকের আর্ত্তনাদ)

নেপথ্যে নির্ম্মাল্য।—মরে গেলুম মরে গেলুম, হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেল, হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেল! দেরি কোরোনা দেরি কোরোনা, একেবারে জাঁতা ঘোরাও, আমার শেষ হয়ে যাক্!

শার্দ্দূ।—কেমন? টের পাচ্ছিস? এখন বলবি?

নেপথ্যে নির্ম্মাল্য।—আর সহ্য করতে পারছিনি, আর সহ্য করতে পারছিনি—হয় আমায় ছেড়ে দাও, নয় আমায় একেবারে মেরে ফেল।

শার্দ্দূ।—যা জানিস্ বলবি বল্?

নেপথ্যে নির্ম্মাল্য।—না, বলতে বারণ আছে।

শার্দ্দূ।—জাঁতা ঘোরাও।

নেপথ্যে নির্ম্মাল্য।—গেলুম গেলুম! উঃ নারায়ণ!

শার্দ্দ।—(ছুটিয়া দেখিয়া আসিয়া) মূর্চ্ছা গেছে, এইদিকে নিয়ে এস।

(রক্ষীদ্বয় ও নির্ম্মাল্যের প্রবেশ)

(পরীক্ষা করিয়া) এখনও বেঁচে আছে। ঐ সুরাপাত্র থেকে একটু সুরা দাও।

কর্ণা।—একটু একটু চোখ চাইছে।

নির্ম্মাল্য।—নারায়ণ! নারায়ণ!

শার্দ্দু।—এখনো বল্, নইলে আবার জাঁতায় ঘোরাব।

নির্ম্মাল্য।—(কম্পিতকণ্ঠে) ম-হা-ব-নে।

শার্দ্দু।—কোথায়?

নির্ম্মাল্য।—অ-শোক-স্ত-ম্পের নি-ক-টে—ম-হা-ব-নে।

শার্দ্দু।—কখন?

নির্ম্মাল্য।—আজ রাত্রি দ্বি-প্র-হ-রে।

শার্দ্দু।—তুই যে যে বৈষ্ণবদের জানিস্ তাদের নাম বল্।

নির্ম্মাল্য।—আমি বলবনা—আমায় মেরে ফেল, আমায় মেরে ফেল।

শার্দ্দু।—না না, মরে গেলে আর মজা হ'ল কি, মরার মুখে তো আর রা ফোটেনা। তোর কাছ থেকেই তো সব খবর নিতে হবে। যাদের যাদের নাম জানিস্, বল্।

নির্ম্মাল্য।—নারায়ণ! আমার বাক্‌রোধ কর, আমার মুখ থেকে যেন আর না কথা বেরোয়।

কর্ণা।—(স্বগতঃ) এ শালার আবার দরিদ্র-নারাণ আছে নাকি?

শার্দ্দু।—না এখনও হয়নি। তুই কত বড় পাজী তোকে দেখে নিচ্ছি। ছেলেমানুষ দেখে দয়া করেছিলুম, আস্তে আস্তে জাঁতা ঘোরাতে বলেছিলুম! আর দয়া নয়—রক্ষী, নিয়ে যাও, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জাঁতায় ফেলে পিষে ফেল।

(চন্দ্রপীঠের প্রবেশ)

চন্দ্র।—আর জাঁতায় নয়—বালকের স্থান চন্দ্রপীঠের বক্ষে। ছি ছি তোমরা কি মানুষ? এই দুগ্ধপোষ্য বালককে জাঁতায় ফেলে পিষছ?

নাগ।—রক্ষী, নিয়ে যাও। আমার হুকুম—জান আমি কে?

চন্দ্র।—আর জান, আমি কে?

নাগ।—আপনি এ অনধিকার চর্চ্চা করছেন কেন?

চন্দ্র।—অনধিকার আমার! হয় বালককে ছেড়ে দাও, না হয় মহারাজ রুদ্রচণ্ডের নামে এই তরবারি তোমাদের রক্তপান করতে কুণ্ঠিত হবেনা।

নাগ।—মহারাজ রুদ্রচণ্ডের নামে আমি আপনাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করছি। আপনি রাজকার্য্যে বাধা দিচ্ছেন—এর কৈফিয়ৎ?

চন্দ্র।—এর কৈফিয়ৎ কি আজ আমাকে আমার অধীনস্থ দু'জন কর্ম্মচারীর নিকট দিতে হবে? স্পর্দ্ধা বটে! অগ্রে আমার আজ্ঞা পালন কর, এই বালককে এখনি মুক্ত কর।

নাগ।—রাজদ্রোহীর কথা শুনতে আমরা বাধ্য নই।

চন্দ্র।—(নাগকেশরের স্কন্ধে তরবারি রাখিয়া) রাজদ্রোহী? হয় কথা প্রত্যাহার কর, না হয় তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

শার্দ্দূ।—নাগকেশরের একটু অন্যায় হয়েছে, একটু অন্যায় হয়েছে, হঠকারিতা করে ফেলেছে!

চন্দ্র তুমি স্থির হও, তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। (নাগকেশরের প্রতি) কর প্রত্যাহার।

শার্দ্দূ।—(রক্ষীদ্বয়কে জনান্তিকে) বালককে ছেড়ে দাও।

নাগ।—আমার অন্যায় হয়েছে।

চন্দ্র।—তোমরা চলে যাও।

(রক্ষীদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মাল্যের বন্ধন মোচন)

নাগ।—(শার্দ্দুলকের প্রতি) এস, অনেক কাজ আছে, এস। চন্দ্রপীঠকে পোড়াবার এই আগুণ জ্বললো।

[শার্দ্দুলক, নাগকেশর ও কর্ণাটকের প্রস্থান।

চন্দ্র।—(বালকের নিকট গিয়া রক্ষীর প্রতি) এখানে সুরা আছে?

রক্ষী।—আছে প্রভু।

চন্দ্র।—নিয়ে এস। এই বালককে জাঁতায় পিষেছে! এরা মানুষ না জন্তু? নির্ম্মাল্য, নির্ম্মাল্য! ওঠ, এই ঔষধ পান কর।

নির্ম্মাল্য।—বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা! নারায়ণ—বড় যন্ত্রণা!

চন্দ্র।—এই ঔষধ পান কর, এখনি যন্ত্রণার উপশম হবে।

নির্ম্মাল্য।—না না, আমায় মরতে দিন, আমায় মেরে ফেলুন। আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি, আর আমার বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

চন্দ্র।—কি বলছ তুমি?

নির্ম্মাল্য।—আমার অন্তর বিশ্বাসভঙ্গ করতে চায়নি, আমার জিহ্বাকে বশে রাখতে পারলুম না। আমি আমার অজ্ঞাতে বলে ফেলেছি কোথায় বৈষ্ণবদের মিলনস্থান!

চন্দ্র।—এ বৈষ্ণব কারা?

নির্ম্মাল্য।—আমার বলতে সাহস হচ্ছেনা; কিন্তু যদি আপনি কোন উপায়ে আমার দিদিকে বাঁচাতে পারেন!

চন্দ্র।—কে তোমার দিদি?

নির্ম্মাল্য।—আহুতি।

চন্দ্র।—আহুতি! তার কি বিপদ?

নির্ম্মাল্য।—সেও আজ সেখানে যাবে।

চন্দ্র।—কোথায় ?

নির্ম্মাল্য।—অশোকস্তূপের নিকটে মহাবনে।

চন্দ্র।—শার্দ্দূলককে কি তুমি এসব কথা বলেছ ?

নির্ম্মাল্য।—বলেছি।

চন্দ্র।—তুমি ঠিক জান আহুতি সেখানে যাবে?

নির্ম্মাল্য।—হাঁ জানি, যাবে। আমাকে মারুন—যদি পারেন, আমার দিদিকে বাঁচান।

চন্দ্র।—সুমন্ত!

(সুমন্তের প্রবেশ)

জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে তুমি প্রস্তুত থাক। যে কোন উপায়ে হ'ক, নাগকেশর ও শার্দ্দূলকের গ্রাস হ'তে আহুতিকে রক্ষা করতেই হবে। এতে মহারাজের বিরাগভাজন হই, উপায় নেই!—যাও, বিলম্ব কোরোনা।

[সুমন্তের প্রস্থান।

বালক, তুমি আমার সঙ্গে এস।—রক্ষী, এ বন্দী বালকের জন্য আমি দায়ী, তোমার কোন চিন্তা নেই।

[বালককে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

মহাবন।

(মহাব্রত, চরণদাস, আহুতি ও বৈষ্ণব নরনারী ও বালকগণ)

মহা।—গোপনে যতদূর সম্ভব আমার সাধ্যমত আমি এ নগরীর সমস্ত বৈষ্ণবদেরই সংবাদ দিয়েছি। অধিকাংশ বৈষ্ণবকেই রুদ্রচণ্ড

সংহার করেছে, মাত্র এই কয়জন অবশিষ্ট! কিন্তু এখানে অধিক দিন থাকলে—আজ যা দেখছি, দু'দিন পরে তাও আর দেখতে পাবনা। রুদ্রচণ্ড বৈষ্ণব-ধ্বংসের যজ্ঞ করেছে, সুতরাং এদেশ পরিত্যাগ ভিন্ন আমাদের আর উপায় নেই। আমার ইচ্ছা তোমরা আপনাপন কুলদেবতাকে লয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কর।

চরণ।—আমরাও মনে মনে এই সংকল্প করেছিলেম। যেখানে রাজপথে বেরোবার উপায় নেই, ঘরে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাবার উপায় নেই, অনেকেরই গৃহ দগ্ধ, বৃক্ষতলে বাস, কন্যা-ভগ্নী-জায়ার ধর্ম্ম বিপন্ন, মন্দির চূর্ণ, গৃহদেবতা অঙ্গহীন, পথে পরিত্যক্ত—সে রাজ্যে বাস করা—শুধু উচিত নয় নয়—মহাপাপ! আমরা স্ত্রী-পুত্র সঙ্গেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আর বাড়ীতে ফিরবনা। আর বাড়ীই বা কোথায়? যেখানে যেদিন ভগবান রাখবেন, সেই-খানেই বাড়ী।

মহা।—তোমাদের আর কি ব'লব, তোমাদের অধ্যবসায়, তোমাদের ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। তোমরাই যথার্থ বৈষ্ণব—প্রলোভনে, অত্যাচারে, সুখে দুঃখে, মমতার আকর্ষণে, প্রিয়বস্তুর বিরহে, কোন অবস্থায় যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস-হারা না হয়—তাদের আমি মানুষ দেখিনা—তারা দেবতা। দেবতা কেন, বুঝি এমন ভক্ত যারা, তারাই ভগবান্। ভগবানই বলেছেন——

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

আজ আমি তোমাদের দেখছি, আর পুলকে আমার দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠছে, আনন্দে অশ্রু আর চক্ষের অন্তরালে থাকতে

চাচ্ছেনা, মনে হচ্ছে আজ এতগুলি গৃহহীন নারায়ণ নারায়ণের অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছে। স্থূলদৃষ্টিতে আমরা মনে করছি রুদ্রচণ্ড অত্যাচারী—রুদ্রচণ্ড মানুষ নয়, রাক্ষস—কিন্তু তা নয়। নারায়ণের অনন্তমূর্ত্তি!—রুদ্রচণ্ডের রাক্ষসীবৃত্তির অন্তরালে যে সংহাররূপী নারায়ণ অবস্থান করছেন, সেই নারায়ণই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে তোমাদের ন্যায় ভক্তের হৃদয়পদ্মে আজ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই আমার শেষ অনুরোধ, নির্য্যাতনকে আর নির্য্যাতন ব'লে মনে কোরোনা। শোকে দুঃখে বিশ্বাসহারা হ'য়োনা—কণ্ঠে ভগবানের নাম উচ্চারণ কোরো—হৃদয়ে তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান কোরো—বিপদে পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে স্মরণ কোরো—অনলে গরলে হস্তীপদতলে যে ভগবান্ তাঁর প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন —সেই ভগবানই তোমাদেরও সর্ব্ববিপদ থেকে রক্ষা করবেন। কলিতে জীব আত্মগতপ্রাণ, সাধনার সামর্থ্য নেই, পরমায়ু স্বল্প, তপস্যার সময়াভাব, তাই পরাশর বলেছেন যে নামকীর্ত্তন ভিন্ন "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!"

(দ্রুতপদে মাধবদাসের প্রবেশ)

মাধব।—প্রভু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে। পালান, পালান—কে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমরা যে এখানে এসেছি সে কথা প্রকাশ করে দিয়েছে।

চরণ।—বল কি?

মাধব।—শার্দ্দূলক ও নাগকেশর সসৈন্যে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। পালান, পালান।

(ভয়ত্রস্ত নরনারীগণের পলায়নের উপক্রম)

নরগণ।—চল চল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



কলাবতীর সজ্জিত কক্ষ।

(কলাবতী ও বিমুগ্ধা)

কলা।—কি করি? দিন যে যায়না! কখন ভোর হয়েছে, এখনও সন্ধ্যা হচ্ছেনা কেন? আজ সকলেই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনও যেতে চায়না, চন্দ্রপীঠও আসেনা।—(বিমুগ্ধার প্রতি) আজ তোকে এত অন্যমনস্ক দেখছি কেন? এত কম ফুল তুলেছিস কেন? আজ তোর কি হয়েছে?

বিমুগ্ধা।—কৈ আমার তো কিছু হয়নি। বরং আপনার—

কলা।—আবার মুখের উপর উত্তর করে! তোর আজ হ'ল কি? তোর কি অসুখ করেছে—না, কারো প্রেমে পড়েছিস?

বিমুগ্ধা।—(স্বগতঃ) মরি! নিজের মতন সবাইকে দেখেন আর কি!

কলা।—কথা কচ্ছিসনি যে? যা দেখে আয় দেখি, সন্ধ্যা হ'ল কি না।

বিমুগ্ধা।—সে তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এখনও রৌদ্রের ঝাঁজ মরেনি।

কলা।—আবার মুখের উপর কথা কয়! উঃ কি গরম! আমায় একটু বাতাস কর্।

বিমুগ্ধা।—(স্বগতঃ) এ বুকের আগুন নাক মুখ চোখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে, পাখার বাতাসে কি আর ঠাণ্ডা হবে?

কলা।—না, আর বাতাস করতে হবেনা ; আমার ঠাণ্ডা ব'লে মনে হচ্ছে। দেখি আয়নাখানা। (মুখ দেখিয়া) আচ্ছা, আ আমায় কেমন দেখাচ্ছে বল্ দেখি ?

বিমুগ্ধা।—চমৎকার ! খুব সুন্দর ! এ রূপ দেখলে চন্দ্রপীঠ কি না ভালবেসে থাকতে পারবে !

কলা।—চন্দ্রপীঠের কথা কি বলছিস ? সে ছাড়া আমাকে ভালবাসে এ পাটলীপুত্রে কি আর কেউ নেই ?

বিমুগ্ধা।—তা থাকবেনা কেন ? এই ধরুন না কেন—ছলাতক—সে কি আপনাকে কম ভালবাসে ?

কলা।—দুর! দুর সেটার নাম করিসনি। সেটাকে আমি আদৌ দেখতে পারিনি—সেটা একটা গাড়োল।

বিমুগ্ধা।—গাড়োল বটে, কিন্তু খুব ধনী। স্বামী যদি ধনী হয় আর গাড়োল হয়, তবেই তো সুখ ! তারপর ধরুন, দু'দফায় নাগকেশর।

কলা।—সেটা একটা পশু।

বিমুগ্ধা।—পশুও তো পোষ মানে।

কলা।—আর পোষ মানিয়ে কাজ নেই। এক চন্দ্রপীঠ কুড়িজন নাগকেশরের সমান।

বিমুগ্ধা।—কুড়িটা কি ? হাজারটা নাগকেশর আর এক চন্দ্রপীঠ ! আজকের তোমার এ বেশ দেখলে চন্দ্রপীঠ তোমায় না ভালবেসে থাকতে পারবেনা।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

কলা।—বোধহয় চন্দ্রপীঠ আসছে। দে দে ফুলগুলো ছড়িয়ে দে, ছড়িয়ে দে। আমি একটু এইরকম ক'রে শুই। তুই এই বীণাটা বাজিয়ে গান গা।

বিমুগ্ধা।— [গীত]

পাসরি তারে কেমনে।
এঁকেছি মরমে যারে জীবনেরি সাধপণে ॥
ভালবাসে নাহি বাসে,
আছি বেঁচে তারি আশে,
নিরাশে যদি গো মরি, কে বাঁচাবে সে বিহনে।
সে যে গো আশার আশা স্বপনে কি জাগরণে ॥

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী।—বিপথা দেবী আসছেন। [প্রস্থান।

কলা।—তোমার যম আসছেন! (বিমুগ্ধার প্রতি) নে নে, আর গাইতে হবেনা। মনে কল্লুম চন্দ্রপীঠ, মরতে এল কি না বিপথা!

(বিপথার প্রবেশ)

বিপথা।—কলাবতী!

কলা।—বিপথা! কি কি? খবর কি?

বিপথা।—একটা সুখবর আছে, তোমায় শোনাতে এলুম। আর তুমিই কি এতক্ষণ শোননি? সে কথা নিয়ে সমস্ত সহর তোলপাড় হয়ে গেল!

কলা।—কি কথা? কৈ কথার মত কথা তো কিছু শুনিনি।

বিপথা।—শোননি? মাথা খাও, শোননি?

কলা।—কি বিষয় না জানলে কেমন ক'রে বলব শুনেছি কি না।

বিপথা।—তবে সত্যিই তুমি জাননা! একেই বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!"

কলা।—কি কথাটাই বল্‌না?

বিপথা।—একটা বৈষ্ণবী।

কলা।—বৈষ্ণবী, তা কি?

বিপথা।—যাক ভাই, যখন শোননি, তখন আমার মুখে আর শুনে কাজ নেই, নাগকেশরের কাছেই শুনো।

কলা।—নাগকেশরকে আজ দু'দিন দেখিনি, সে আজ আসবে কি না কে জানে। তুই বল্‌না কি জানিস?

বিপথা।—তোমার চন্দ্রপীঠ গো চন্দ্রপীঠ—একটা বৈষ্ণবীকে দেখে মজেছেন। নাগকেশর তাদের বাসা পুড়িয়ে দেবার জন্য গিয়েছিল, তোমার হবুকর্ত্তা চন্দ্রপীঠ গিয়ে তাদের দলের কাউকে কাউকে বাঁচিয়েছেন, শেষ বৈষ্ণবী হরণ ক'রে——

কলা।—কে এ বৈষ্ণবী? তার নাম কি?

বিপথা।—নাম শুনেছি আহুতি।

কলা।—সেই বটে!

বিপথা।—তাহ'লে তুমিও জান দেখছি।

কলা।—না, আমি আর কিছু জানিনি, তার নাম শুনেছি। সে দেখতে কেমন?

বিপথা।—পুরুষগুলো বলে ছুঁড়ী নাকি দেখতে সুন্দরী। আমি শুনেছি চন্দ্রপীঠ খুবই পড়েছে। কিন্তু ছুঁড়ী শুনেছি রাজী হয়নি।

কলা।—বটে?

বিপথা।—এইতো জানি।

কলা।—যাক, তুমি ব'স, আমার মনটা কেমন ভাল নেই। বিমুগ্ধা, সখীদের ডাক্‌, গান গাক্‌, একটু অন্যমনস্ক হই।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

সরলা অবলা প্রাণ কেন তারে কর দোষী।

ফাগুন সেধেছে বাদ আগুন বরষি'॥

লাজে মন মানা মানেনা,
তিলেক বিরহ তার আর সহেনা,
পোড়া পবনে, টানে বসনে, ফুলবাসে চিত উদাসী।
বাজের ডাকে ভয় কি রাখে চাতকী পিয়াসী ॥

(জনৈক সহচরীর প্রবেশ) [প্রস্থান।

সহ।—শার্দ্দুলক আর নাগকেশর আসছেন।

কলা।—আসুক।

[সহচরীর প্রস্থান।

(নাগকেশর ও শার্দ্দুলকের প্রবেশ)

কলা।—অনেকদিন বাঁচবে দেখছি, এই তোমাদের নাম হচ্ছিল।

নাগ।—ভাগ্য আমাদের।

কলা।—দু'দিন দেখিনি, ব্যস্ত ছিলে বুঝি?

নাগ।—দু'দিন খুবই পরিশ্রম হয়েছে—বিশেষ আজ। একটু অবসর পেলুম, তাই একবার দর্শন করতে এসেছি।

কলা।—চন্দ্রপীঠের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল?

নাগ।—দেখা? এই খানিকক্ষণ হ'ল তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

কলা।—আমি মনে করেছিলুম সে——

নাগ।—সে কি?

কলা।—না এমন কিছু নয়; আজ কালকার নতুন খবর কি?

নাগ।—নতুন খবর তো চন্দ্রপীঠকে নিয়ে—তুমি কিছু শোননি? একি হ'তে পারে? বিপথাদেবী এখানে সশরীরে উপস্থিত, আর তুমি কিছু শোননি?

কলা।—বিপথার কাছে আমি কি শুনেছি না শুনেছি, তা তোমায় জিজ্ঞাসা করছিনি। নতুন কিছু খবর থাকে, তুমিই বলনা?

নাগ।—আমার মুখে না শুনলেই হ'ত ভাল। যাক, যখন তুমি জিজ্ঞাসা করছ, তখন শুনে রাখ—আসামী পলাতক!

কলা।—কে আসামী?

নাগ।—যে তোমার প্রেমের দরবারে হাজির থাকত, অথবা যার প্রেমের দরবারে কলাবতী সুন্দরী মোতায়েন থাকতেন!

কলা।—কি! এতবড় কথা তুমি আমায় বল?

নাগ।—আর আমি বলব কেন? দেশশুদ্ধ লোকই বলছে। কিন্তু সুন্দরী, চন্দ্রপীঠ এখন সুর বদলেছে, সে আর তোমায় চায়না, নতুনে তার মন মজেছে।

কলা।—তুমি কি এই সংবাদ দেবার জন্য এখানে এসেছ?

নাগ।—আমি তো বলতে চাইনি, তুমিই তো বলালে।

কলা।—বেশ, বলা তো হয়েছে, এখন কি করবে?

নাগ।—হুকুম কর, যদি তোমার কোন কাজে আসি।

কলা।—কি কাজে আসবে?

নাগ।—শুধু শুধু এইটা স'য়ে যাবে? তুমি যে এত প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে, তার প্রতিদান কি এই?

কলা।—কি করতে বল?

নাগ।—প্রতিশোধ নাও।

কলা।—কার উপর? আহুতির উপর?

নাগ।—আহুতির উপরও বটে, আর তোমার চন্দ্রপীঠের উপরও বটে।

কলা।—কেমন ক'রে?

নাগ।—তুমি জান, চন্দ্রপীঠের ক্ষমতা অসীম। সে ইচ্ছা করলে বৈষ্ণবদের ধ'রে মেরে ফেলতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারে? সে আহুতিকে নিজের বাড়ীতে আটকে রেখেছে।

কলা।—তা একথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি? তোমাদের রাজাকে শোনাওগে।

নাগ।—সত্য বলছ?

কলা।—সত্য নয় কি মিছে?

নাগ।—কিন্তু আমি বলি কেমন ক'রে? কোনরকমে রাণীর কাণে যদি কথাটা তুলতে পারা যায়—

কলা।—রাণীর কাণে? মন্দ পরামর্শ নয়! কিন্তু রাণীকে কে বলবে?

নাগ।—কেন, তুমি!

কলা।—আমি? আমি এ গর্হিত কাজ কেন করতে যাব? আমার লাভ? না না, আমার দ্বারা এ হবেনা।

নাগ।—না হয় না হ'ক; লোকে কলাবতীর নাম নিয়ে হাসছে, হাসুক। বলছে, কলাবতী এত রূপ দেখিয়েও চন্দ্রপীঠকে ভালবাসাতে পারলেনা, আর একটা ছুঁড়ী উড়ে এসে জুড়ে বসে—

বিপথা।—ছি ছি, এর চেয়ে অপমান আর হতেই পারেনা। আমি যাকে ভালবাসি, সে যদি আমায় এমনি অবহেলা ক'রত, তাহ'লে কি করে তার শোধ নিতে হয় দেখিয়ে দিতুম।

কলা।—আমি কি ক'রব?

নাগ।—তোমার এ অপমানের শোধ নাও। চন্দ্রপীঠকে—

(চন্দ্রপীঠের প্রবেশ)

চন্দ্র।—বড় অসময়ে এসে পড়েছি কি?

নাগ।—না না অসময়ে কেন? কতক্ষণ এখানে?

চন্দ্র।—বেশীক্ষণ নয়, এইমাত্র। এতক্ষণ আমার কথাই আলোচন হচ্ছিল যে! শার্দ্দূলক, অমন চুপ করে কেন? আমার উ এখনও ক্রোধ আছে নাকি? এখনও কি সামলাতে পারনি?

শার্দ্দূ।—সামলিছি বইকি, নইলে আর এখানে এসেছি?

চন্দ্র।—হাঁ কত বড় বীর তুমি! বালক বধ, বালিকা হত্যা—কত বড় বীর তুমি!

শার্দ্দূ।—আমি আমার কর্ত্তব্য কাজই করতে গিয়েছিলেম।

চন্দ্র।—কর্ত্তব্য বটে! (কলাবতীর প্রতি) আমি এসে পড়াতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি?

কলা।—না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। (বিপথাকে ইঙ্গিত)

বিপথা।—(উঠিয়া) আজ উঠি ভাই। আমি যাব যাব করছি, আর আপনি এলেন। নাগকেশর, শার্দ্দূলক, আমার সঙ্গে আসবে কি? তোমাদের মুখ দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছেনা। তোমরা রেগেছ, যদি কিছু অনিষ্ট ক'রে বোসো! চন্দ্রপীঠকে তোমাদের কাছে রেখে যেতে আমার মন সরছেনা।

চন্দ্র।—আমার জন্য তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নেই। এরা আমার সাক্ষাতে কোন অনিষ্ট করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু পরোক্ষে আমার অনিষ্ট করতে পারে। বীরের তরবারিকে আমি ভয় করিনা, ভয় করি ঘাতকের গুপ্ত ছুরি!

কলা।—চন্দ্রপীঠ, কি কচ্ছ? আত্মবিস্মৃত হচ্ছ কেন? নাগকেশর, তুমিও কি পাগল হ'লে! এখন দেখছি তোমাদের একস্থানে না থাকাই উচিত।

নাগ।—বেশ, তোমার আদেশ পালন করছি, আমি যাচ্ছি।

চন্দ্র।—কি শান্ত সুবোধ ভৃত্য!

গ।—কি? (অসি উন্মোচন করিতে উদ্যোগ)

থা।—নাগকেশর,;কি কর? এস এস, আমি আর দেরী করতে

পারিনি। (চন্দ্রপীঠের প্রতি) চন্দ্রপীঠ, শেষটা বৈষ্ণবীর প্রেমে আত্মহারা হয়োনা। মহারাজ রুদ্রচণ্ডকে জান? তাঁর কোপে পড়লে তোমার নিস্তার নেই!

[নাগকেশর, শার্দ্দুলক ও বিপথার প্রস্থান।

চন্দ্র।—কলাবতী, তুমি আমায় ডেকেছিলে?

কলা।—হাঁ, অন্যায় করেছি কি?

চন্দ্র।—না, কেন ডেকেছ

কলা।—কেন ডেকেছি আজও কি তুমি বুঝতে পারনি?

চন্দ্র।—বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা ক'রব কেন?

কলা।—বুঝতে পারনি নয়, বুঝতে চাচ্ছনা।

চন্দ্র।—যদি না বুঝে থাকি, আর বোঝবার প্রয়োজন নেই।

কলা।—আমি কি এতই কুৎসিতা?

চন্দ্র।—কে বল্লে তুমি কুৎসিতা? এ মগধে তোমার তুল্য সুন্দরী আছে কি না জানিনা—তুমি মগধের রত্ন!

কলা।—(স্বগতঃ) এখনো আশা আছে। (প্রকাশ্যে) চন্দ্রপীঠ! তুমি জান আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। তোমারও ঐশ্বর্য্য আমাপেক্ষা অধিক বই কম নয়! আমরা দু'জনে মনে কল্লে একটা সাম্রাজ্য কিনতে পারি?

চন্দ্র।—কলাবতী!

কলা।—চন্দ্রপীঠ! তোমার কি চক্ষু নেই? তুমি কি আমার অন্তর দেখতে পাচ্ছনা? আমার এ প্রেম বালিকাসুলভ চপলতা নয়—এ ধীরা রমণীর প্রেম! এ প্রেমের রুদ্ধস্রোত এখনও এ হৃদয়-উৎস পরিত্যাগ ক'রে বহির্মুখ হয়নি। যেদিন এ প্রেমের উৎস ছুটবে—যেদিন এ প্রেমের বাঁধ ভাঙবে—সেইদিন আমার নারীত্ব, আমার

অস্তিত্ব, সব ডুবে ভেসে চলে যাবে! চন্দ্রপীঠ! তুমি আমায় দয়া কর। এই অনাঘ্রাত-প্রণয়-কুসুম-সম্ভার তোমার চরণে ডালি দেবার জন্য আমি এ হৃদয়-মালঞ্চে সাজিয়ে রেখেছি—উপহার নাও—আমার নারীজীবন ধন্য কর।

চন্দ্র।—কলাবতী! তোমার কথায় আমি বড় ব্যথিত হলুম, লজ্জিত হলুম। তুমি প্রণয়ের অধীশ্বরী—আর আমি প্রেমহীন, দরিদ্র।

কলা।—চন্দ্রপীঠ!

চন্দ্র।—বিশ্বাস কর—আমি তোমায় ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি; বন্ধু যেমন বন্ধুকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসি, পুরুষ যেমন রমণীকে শ্রদ্ধা করে, তেমনি শ্রদ্ধা করি।

কলা।—বন্ধুর ভালবাসা? না না, পুরুষ যেমন রমণীকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা তুমি আমায় দাও।

চন্দ্র।—আমার যা দেয়, আমার দেবার যা ক্ষমতা আছে আমি তো সর্ব্বদাই তোমাকে দিতে প্রস্তুত। তবে ভালবাসা? আমায় ক্ষমা কর, আমি আর একজনকে——

কলা।—আর একজনকে? এক গৃহহীন, ধর্ম্মহীন ভিখিরীর মেয়েকে—

চন্দ্র।—এইজন্যই কি তুমি আমাকে ডেকেছিলে?

কলা।—না না, আমি যখন তোমায় ডেকেছিলুম, তখন একথা শুনিনি, তখন আমি বিশ্বাস করিনি। এখন দেখছি চন্দ্রপীঠ এব ভিখারিণীর রূপমোহে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে! হাঃ হাঃ হাঃ! এক ভিখারিণী চন্দ্রপীঠের প্রণয়িনী! এক অস্পৃশ্যা, গৃহতাড়িতা, রাজদ্বারে অভিযুক্তা, কলঙ্কিনী—

চন্দ্র।—স্থির হও কলাবতী, আমি তোমার মুখে একথা শুনতে চাইনি।

কলা।—না, তোমায় শুনতে হবে।

চন্দ্র।—আমি শুনবনা, আমি চল্লুম।

কলা।—তোমার সাধ্য কি আমার কথা না শুনে তুমি যাও। শোন চন্দ্রপীঠ, রমণীর প্রেম আর প্রতিহিংসা দুই বোন্—একই বুকে তারা পাশাপাশি শুয়ে থাকে। সাবধান! প্রেমকে যদি পদাঘাত কর, প্রতিহিংসার জেগে উঠতে বেশী বিলম্ব হবেনা। এ অপমান——স্থির জেনো—আমি নীরবে সহ্য করবনা!

চন্দ্র।—তুমি কি আমায় ভয় দেখিয়ে বশীভূত করতে চাও?

কলা।—বশীভূত! আমি অপমানের শেষ সীমায় নেমেছি, আরও আমায় নামতে বল?

চন্দ্র।—প্রেমে কখনও কারোকে হীন করেনা, প্রতিহিংসায় করে।

কলা।—হ'ক্, আমি গ্রাহ্য করিনা। ঘৃণা বা ভালবাসা, এখন আমার পক্ষে দুই সমান। কিন্তু তুমি কি অন্ধ? তুমি যে সেই বালিকাকে স্বগৃহে স্থান দিয়েছ, একথা কি কারো জানতে বাকী আছে?

চন্দ্র।—তা'তে আমার কি?

কলা।—তুমি জান, নগরের সমস্ত লোক—তুমি সেই বালিকার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছ বলে হাসছে?

চন্দ্র।—হাসুক, আমি গ্রাহ্য করিনি।

কলা।—তাহ'লে এ কথা সত্য?

চন্দ্র।—হাঁ কলাবতী, সব সত্য। বালিকাকে আমি উদ্ধার করেছি সত্য—বালিকাকে স্বগৃহে স্থান দিয়েছি সত্য, তাকে ভালবেসেছি সত্য।—আর সে আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছে, এ কথাও সত্য।

কলা।—চন্দ্রপীঠ! এক ভিখারিণী রমণীর কাছে তোমার প্রত্যাখ্যান—বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার কথা।

চন্দ্র।—আমার সম্বন্ধে লোকে যাই বলুক, সে জন্য আমি ক্ষুব্ধ নই ; কিন্তু সেই বালিকার সম্বন্ধে, কলাবতীই হ'ক্ আর যেই হ'ক্, যদি কেউ কোন অপ্রিয় কথা বলে সে আমার মর্ম্মান্তিক। সে ললনা যেন এ মর্ত্ত্যের নয়! সে কপটতা জানেনা, প্রতারণা জানেনা, ভালবাসা কি তাও জানেনা! সে কুসুমের ন্যায় পবিত্র, তুষারের ন্যায় নির্ম্মল! তার ধর্ম্ম কি তা আমি জানিনা, কিন্তু তার মত রমণী যদি পাটলীপুত্রে জন্মে, তাহ'লে এই পৃথিবী যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়, তাতে সন্দেহ নেই!

কলা।—আমার কাছে এ কথা বলতে তোমার সাহস হচ্ছে?

চন্দ্র।—সাহস কেন হবেনা?

কলা।—যদি তোমার সমস্ত কথা আমি ব্যক্ত করি?

চন্দ্র।—তোমার ইচ্ছা হয় কোরো।

কলা।—যদি মহারাজকে বলি?

চন্দ্র।—মহারাজকে?

কলা।—হাঁ মহারাজকে, তাহ'লে?

চন্দ্র।—তাহ'লে, উত্তর দেওয়া একটু শক্ত বটে! তবে আমার বিশ্বাস, কলাবতী আমার সর্ব্বনাশ সাধনে এতটা হীনতা অবলম্বন করবেনা, এ দুতীগিরি তাকে সাজেনা।

কলা।—তুমি এ বালিকার আশা পরিত্যাগ কর।

চন্দ্র।—না।

কলা।—তোমায় করতেই হবে। আমি তোমায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য করাব। যেমন ক'রে হ'ক্, ছলে হ'ক্, বলে হ'ক্, মহারাজকে ব'লে হ'ক্—

চন্দ্র।—শত কলাবতী কিংবা তার ঘৃণা বা বিদ্বেষ—শত মহারাজ

রুদ্রচণ্ড—হ'ন্ তিনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর—আমার পাশ থেকে কখনই আহুতিকে ছিন্ন করতে পারবেনা। আমার শরীরের প্রত্যেক পরমাণু, আমার হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে, তাকে আমি আবৃত ক'রে রাখব, দেখি কে তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়!—ভদ্রে, আর বাক্যব্যয়ে কোন ফল নেই, আমি আসি।

কলা।—আর একটু অপেক্ষা কর।

চন্দ্র।—অপেক্ষা? যথেষ্ট করেছি, আর না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন যুদ্ধই শোভা পায়না—বাক্‌যুদ্ধও নয়! কলাবতী, কিছু মনে কোরোনা, আমি আসি।

[প্রস্থান।

কলা।—আমায় প্রত্যাখ্যান! মূর্খ! এর প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে—সে ব্যবস্থা আমি ক'রব। তোমার কবল থেকে যদি তোমার প্রণয়িণীকে ছিনিয়ে এনে সিংহীর মুখে নিক্ষেপ ক'রতে না পারি, তবে বৃথা আমার জন্ম, বৃথা আমার মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য! প্রেম যদি নির্ব্বাপিত হ'ল—তবে জ্বলুক্ প্রতিহিংসার আগুন—তাতে চন্দ্রপীঠ পুড়ে ছাই হ'ক!

[প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রুদ্রচণ্ডের প্রাসাদ।

(নাগকেশর ও শার্দ্দূলক)

শার্দ্দূ।—এ অপমান আর সহ্য হয়না। চন্দ্রপীঠ বড়ই বাড়িয়েছে, তাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

নাগ।—তুমি দাঁড়াওনা, আমি তার সর্ব্বনাশের সমস্ত আয়োজন করেছি। কিসের এত তেজ, কিসের এত অহঙ্কার? সেনাপতি! কেন? আমরা কি তরোয়াল ধরতে জানিনি?

শার্দ্দূ।—মহারাজ একটু বেশী অনুগ্রহ করেন, সেইজন্যই ধরাকে সরা দেখেন!

নাগ।—তুমি কিছু ভেবনা শার্দ্দূলক! চন্দ্রপীঠ যে মেয়েটাকে ভালবাসে তা বুঝতে পেরেছি, নইলে তার জন্য এত করবে কেন? কিন্তু মহারাজের কাছে শুধু এ কথা বল্লে তার কোন বিশেষ অনিষ্ট করতে পারবনা। সে বলবে মেয়েটাকে আটকে রেখেছি, মহারাজের শত্রু বৈষ্ণবদের সমস্ত অভিসন্ধি জানবার জন্য। যদি রাজাকে ব'লে মেয়েটার কিছু গুরুতর অনিষ্ট করতে পারি, তাহ'লে চন্দ্রপীঠ,—আমার স্থির বিশ্বাস,—মহারাজারও প্রতিকূলতাচরণ করতে পশ্চাৎপদ হবেনা। আমি তার স্বভাব জানি, সে যা ধরে তা শেষ না করে ছাড়েনা। সিংহকে জালে ফেলবার এই একমাত্র উপায়।

শার্দ্দূ।—ঠিক বলেছ।

নাগ।—মেয়েটাকে যদি একবার পাই, ছেলেটার মুখ দিয়ে যা না বেরিয়েছে—মেয়েটার মুখ দিয়ে তা বা'র করতে পারবই।

শার্দ্দু।—তাতে আর ভুল কি।

নাগ।—মেয়েটার মুখ দিয়ে যদি বা'র করতে পারি চন্দ্রপীঠ তার প্রেমে পড়ে ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, মহারাজকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টায় আছে, তাহ'লে আর আমাদের পায় কে!

শার্দ্দু।—দেখ ভাই, বুঝি চন্দ্রপীঠের ভাগ্য-সূর্য্য অস্ত যাবার সময় হয়েছে। অনেকদিন তার প্রভুত্ব সহ্য করেছি, আর পারিনা।

(নেপথ্যে)।—জয় মহারাজ রুদ্রচণ্ডের জয়!

(রক্ষীবেষ্টিত রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ)

রুদ্র।—এই যে নাগকেশর, এই যে শার্দ্দুলক। গোপনে কি পরামর্শ হচ্ছে? কি ষড়যন্ত্র ক'রছ?

নাগ।—ষড়যন্ত্র! না মহারাজ, আমরা বলছিলেম নিয়তি যদি মহারাজকে মগধের অধীশ্বর না ক'রত, তাহ'লেও, মহারাজের যে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সঙ্গীতে আপনি বিশ্ব জয় করতে পারতেন।

রুদ্র।—হাঃ হাঃ হাঃ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। সঙ্গীতে আমার বড় অনুরাগ, আমার শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করে। আমি একজন সুগায়ক।

নাগ।—যথার্থ অনুমতি করেছেন মহারাজ! আপনার সঙ্গীত যে একবার শুনেছে, সে আর জীবনে ভুলবেনা।

রুদ্র।—নাগকেশর! আমার একটা সোণার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করতে হবে, তার নীচে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে "অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ রুদ্রচণ্ড!" এ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করলুম নাগকেশর!—শার্দ্দুলক! আমি যে কাব্যরচনা করেছি

তা পড়েছ?

শার্দ্দু।—মহারাজ, শুধু পড়িছি? কি মিষ্ট তার পদলালিত্য—এক বার পড়েই সে কাব্য আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।

রুদ্র।—বটে? বটে? এত মিষ্ট?

শার্দ্দু।—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, দাস মিথ্যা বলেনি, আপনার সকলি অদ্ভুত। রণক্ষেত্রে আপনার তুল্য বীর কেউ নাই, কাব্য-জগতে কবিদের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ আসন, আপনার অভিনয়-কলা তাও অদ্ভুত, সঙ্গীতে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কখন কোনকালে ছিলনা, কখন হবে কি না সন্দেহ—আর রাজকার্য্যে আপনার তুলনা আপনি!

রুদ্র।—ঠিক বলেছ শার্দ্দুলক, ঠিক বলেছ, তোমার বিচারশক্তির প্রশংসা করি। মূর্খেরা আমায় চিনলেনা, কিন্তু যাক্, ক্রমে চিনবে। গুরুদেবের আজ্ঞায় এই যে বৈষ্ণবমেধ যজ্ঞ করছি, এই যজ্ঞ শেষ করতে পারলেই আমি অমর হব। আমার এ ব্যাধিগ্রস্ত দেহে আবার যৌবন ফিরে আসবে, তখন লোকে আমাকে পূজা করবে। সকলে বুঝবে যে অন্য ঈশ্বর কেউ নেই—আমিই ঈশ্বর! নাগকেশর, এ পর্য্যন্ত কত বৈষ্ণব ধ্বংস করেছ?

নাগ।—সাত শত।

রুদ্র।—সহস্রের প্রয়োজন—এখনও তিনশত বাকী। এই তিনশত এখনও পূর্ণ করতে পারলেনা? আমার—ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ রুদ্রচণ্ডের জীবন বিপন্ন—আগামী পূর্ণিমার মধ্যে যজ্ঞ শেষ করতে না পারলে আমার অমর হওয়া হবেনা—কিন্তু এখনও তিনশত বৈষ্ণব সংগ্রহ প্রয়োজন! আর শুধু তাই নয়—শুনেছি এই বৈষ্ণবেরা ষড়যন্ত্র করেছে যে আমার উচ্ছেদ করবে! তারা রাজদ্রোহী—অযোগ্য আমার কর্ম্মচারীরা!

নাগ।—মহারাজ, তাতে দাসদের কোন অপরাধ নাই, আমরা যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু—

রুদ্র।—কিন্তু কি? কিন্তু কি? আমার অমূল্যজীবন বিপন্ন—আমার অমরত্বে প্রতিবন্ধক—আর ষড়যন্ত্রকারী ভণ্ডের দল এখনও জীবিত! শুনেছি কতকগুলো বিদ্রোহী ধরা পড়েছে, কিন্তু এখনও তাদের ছিন্নমুণ্ড আমার কাছে পাঠান হয়নি কেন? এখনও তাদের দেহ অগ্নিপ্রয়োগে ভস্মসাৎ করা হয়নি কেন? কার অবহেলায় তারা এখনও জীবিত রয়েছে? (শার্দ্দুলকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ)

নাগ।—শার্দ্দুলকের কোন অপরাধ নাই।

রুদ্র।—তবে কার অসাবধানতায়?—গুপ্তচরেরা কোথায়?

নাগ। গুপ্তচরদেরও কোন অপরাধ নাই। গুপ্তচর কিংবা আমরা, আমাদের যথাসাধ্য করেছি। অপরাধীদের বন্দী ক'রে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করেছি।

রুদ্র।—কা'কে লক্ষ্য ক'রে এ কথা বলছ? কে সে?

শার্দ্দু।—মহারাজ, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে অপরাধী করবেন না।

রুদ্র।—বেশ, বেশ শার্দ্দুলক! কার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও মরেনি আমি জানতে চাই—আমার আদেশ।

নাগ।—যখন মহারাজের আদেশ, তখন ভৃত্য আমি, বলতে বাধ্য। সেনাপতি চন্দ্রপীঠের—

রুদ্র।—মিথ্যা কথা! চন্দ্রপীঠ? আমার দক্ষিণহস্ত চন্দ্রপীঠ? তার অবহেলায়? আমি বিশ্বাস করিনা।

নাগ।—শার্দ্দুলক এ কথা জানে, সে আমার কথার সাক্ষ্য দেবে।

আমি যখন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একটী বালককে ধ'রে জাঁতায় ফেলে যন্ত্রণা দিয়ে তার কাছ থেকে কথা বা'র ক'রে নিচ্ছিলেম, সেখানে চন্দ্রপীঠ উপস্থিত হ'য়ে সে কার্য্যে আমায় বাধা দেয়। তার পর, যে স্ত্রীলোক এই ষড়যন্ত্রকারী দলে গুপ্তচরের কার্য্য করে তাকে দু' দু'বার চন্দ্রপীঠ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। চন্দ্রপীঠ আপনার জীবন বিপন্ন জেনেও ষড়যন্ত্র-কারীদের প্রতি অত্যধিক দয়া —

(রাণী তীর্য্যক্ষরা ও কলাবতীর প্রবেশ)

রুদ্র।—রাণী! ঠিক সময়ে তুমি এসেছ। শোন, শোন। আমার জীবন সংশয়—আমার অমরত্বে বিঘ্ন—মগধের অধীশ্বর রুদ্রচণ্ডের! আর রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী!

রাণী।—বিদ্রোহী! কে এ কথা বল্লে? কে বিদ্রোহী?

রুদ্র।—নাগকেশর ব'লছে, চন্দ্রপীঠ।

রাণী।—চন্দ্রপীঠ বিদ্রোহী!

নাগ।—না মহারাজ, ঠিক বিদ্রোহী নয়, তবে—

রুদ্র।—বিদ্রোহী নয়? যারা আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রতি যে দয়া দেখায়, সে বিদ্রোহী নয়?

রাণী।—বুঝেছি মহারাজ, কথাটা একটু অতিরঞ্জিত হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা আমি কলাবতীর নিকট সমস্তই শুনেছি। নাগকেশর আপনার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধায় চন্দ্রপীঠের একটা সামান্য ভ্রম গুরুতর অপরাধ বলে মনে করেছে।

রুদ্র।—তাহ'লে ব্যাপারটা কি তুমিই বল শুনি?

রাণী।—চন্দ্রপীঠ যুবক, অবিবাহিত, কোন রমণীর সুন্দর মুখ যে তাকে ক্ষণিক উদ্‌ভ্রান্ত করবে তা'তে সন্দেহের কি আছে মহারাজ?

কুরঙ্গ।—এ একরকম মন্দ ঢং নয়। তুমিই নিমন্ত্রণ করলে, তুমিই আমোদের আয়োজন করলে, আর এখন তোমারই ভাল লাগছে না! তাহ'লে বল আমরা সরে পড়ি।

চন্দ্র।—রাগ কোরোনা ধুরন্ধর, রাগ কোরোনা কুরঙ্গধর। আজ নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তোমরা রাগ ক'রে আর অপরাধ বাড়িওনা।

ধুর।—ও সব ছেঁদো কথা রাখনা ভাই। একপাত্র টান, দেখবে মেঘ সব সরে যাবে। খোঁয়ারির মুখে অমন আমাদেরও মাঝে মাঝে হয়।

চন্দ্র।—না, সুরায় আর আমার রুচি নেই—এ সুন্দরীদের সঙ্গীতেও আমি কোন মাধুর্য্য অনুভব করছিনি—সবই যেন বিষবৎ ব'লে বোধ হচ্ছে। তোমরা আজ আমায় ক্ষমা কর, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

ধুর।—যাক্ কুরঙ্গধর, ওর যখন ভালই লাগছেনা তখন আর বিরক্ত করে লাভ কি? চল, আমরা এই সুন্দরীর ঝাঁক নিয়ে ঐ খোলা বাগানে পায়চারি করিগে।—চলগো সুন্দরীরা, চল।

১ম নর্ত্তকী।—কোথায়?

ধুর।—পুষ্পোদ্যানে, আর কোথায়?

১ম নর্ত্তকী।—কেন?

ধুর।—গাছে উঠবে ব'লে। চল চল।

কুরঙ্গ।—দাঁড়াও দাঁড়াও, কারণ সঙ্গে নিই।—চন্দ্রপীঠ, আমরা তোমার বিশ্রামকুঞ্জে চল্লুম, তুমি একটু তাজা হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও।

[চন্দ্রপীঠ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চন্দ্র।—সত্যই তো, কেন এমন হ'ল! কাল তো এদের সঙ্গ খুব ভাল লাগত। কাল এই সুন্দরীদের সঙ্গীতসুধা আকণ্ঠ পান করেছি, রমণীর কোমল কটাক্ষে মর্ত্ত্যে পরমসুখ উপভোগ করেছি—সে আনন্দ আজ আমার কোথায় গেল! এ সঙ্গীত আর সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছেনা—মনে হচ্ছে প্রেতিনীর বিকট চীৎকার! মদিরা-সঞ্জাত কলহাস্য আজ পিশাচের অট্টহাস্য ব'লে মনে হচ্ছে! বুঝতে পাচ্ছি, কাল আমি যে নরকের আগুন বুকে ক'রে শান্তি পেয়েছি মনে করেছি, আজ সেই আগুনে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে! কাল—আর—আজ—এই কয়েক দণ্ড—এই কয়েক প্রহর, কিন্তু কত প্রভেদ! কাল যেন সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলুম—আর আজ কোথা থেকে কেমন করে আলোক-সাগরে ভেসে উঠেছি! কে আমার এ অন্ধকার দূর করে আমাকে আলোকরাজ্যে নিয়ে এল! কে সে? সে কি আহুতি? আহা কি সে সুন্দর মুখ—কি সে সরল কটাক্ষ—কি সে কমনীয় লোভনীয় কান্তি। কিন্তু কি ক'রব? তাকে না দেখে তো আমি থাকতে পাচ্ছিনি। তার মুহূর্ত্তের বিরহ আমার যুগ বলে মনে হচ্ছে। না—আমি তার সঙ্গে আর একবার দেখা ক'রব। সে আমায় প্রত্যাখ্যান করে করুক, তার সে প্রত্যাখ্যানেও সৌন্দর্য্য! সে আমারি বাড়ীতে আছে—অথচ তার বিরহ আমি সহ্য ক'রব? কখনই না—তাকে আমি চাই—চাই—চাই।—রক্ষী!

(রক্ষীর প্রবেশ)

যে বালিকা আমার গৃহে আবদ্ধ আছে তাকে এখানে নিয়ে এস।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

চন্দ্র।—দোষ কি? আমি তার জীবন রক্ষা করেছি, তার মর্য্যাদা রক্ষা করেছি; কৃতজ্ঞতার হিসাবেও সে কি আমায় ভালবাসবে না? একবার কথা কয়ে দেখি। না বাসে না বাসুক—তবু আমি তাকে একবার দেখব।

(আহুতিকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ)

মরি মরি আমার মানস-প্রতিমা! (কোমরে শৃঙ্খল দেখিয়া) কে একে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে? এখনি শৃঙ্খল মুক্ত কর। সুমন্ত কোথায়? যে এ শৃঙ্খল পরিয়েছে তার কঠোর শাস্তি হবে—যাও, চলে যাও।

[রক্ষীর প্রস্থান।

সুন্দরী! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে আমার আদেশ ছিলনা।

আহুতি।—আমি আপনার কোন অনুগ্রহের ভিখারিণী নই। আমার সহচরেরা যে কষ্ট সহ্য করছে, আমিও তা সহ্য ক'রতে প্রস্তুত।

চন্দ্র।—তাদের সঙ্গে তোমার প্রভেদ আছে।

আহুতি।—হাঁ, প্রভেদ আছে, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেয়েও দুর্ব্বল—শৃঙ্খলের গুরুভার বহনে অক্ষম।

চন্দ্র।—এই কমনীয় মূর্ত্তি—এই কেশরীনিন্দিত কটি—লৌহশৃঙ্খল বহনের উপযোগী নয়, প্রেমের শৃঙ্খল বহনের উপযুক্ত।

আহুতি।—আপনি কেন আমায় এখানে আনিয়েছেন?

চন্দ্র।—তোমার ঐ রূপসুধা আকণ্ঠ পান ক'রব বলে—তোমার কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে আপনাকে ডুবিয়ে দেব বলে—তোমার ঐ প্রেমভার-অবনত চক্ষের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আপনাকে স্নাত করাব বলে—তোমার আরক্তিম গণ্ডে প্রস্ফুটিত গোলাপ, তোমার

ইন্দীবর-নয়নের পাশে কেমন সুন্দর ফুটে ওঠে দেখব বলে!

আহুতি।—আপনি কি আমার একটী উপকার করতে পারেন?

চন্দ্র।—বল, কি উপকার-প্রার্থিনী তুমি, বল, আমি জীবন দানে তোমার আজ্ঞা পালন করি।

আহুতি।—যে কারাগৃহ হ'তে আমায় আনিয়েছেন, অনুগ্রহ ক'রে সেই কারাগৃহে আমায় আবার পাঠিয়ে দিন।

চন্দ্র।—ঐ একটী কার্য্য ভিন্ন যদি আর কিছু তোমার বাঞ্ছনীয় থাকে বল, আমি তা পূর্ণ ক'রব।

আহুতি।—আমি আমার সহচরদের মুক্তি চাই।

চন্দ্র।—আমি তোমার দুইটী অনুরোধই রক্ষা করতে অক্ষম।

আহুতি।—কেন? আপনি তো সেনাপতি।

চন্দ্র।—তাদের আবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার আছে, তাদের মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আর, তোমায় পুনরায় সেই কারাগৃহে পাঠাতে আমি নিতান্তই অসম্মত। তোমার আদেশ পালন করবার আমার যে বাসনা, তাহাপেক্ষা তোমার প্রতি ভালবাসা আমার প্রবল।

আহুতি।—মহাশয়, আমি বন্দিনী। যদি আমি দোষী হই, আমায় শাস্তি দিন, আমি অম্লানবদনে যে কোন শাস্তি মাথায় পেতে নিতে প্রস্তুত।

চন্দ্র।—শাস্তি দেব? কি শাস্তি? আমি তোমার ঐ কোমল চরণে একটী কণ্টকের যন্ত্রণা অনুভব করতে দেবনা। এস আমরা দু'জনে আজ প্রাণবিনিময় করি।

আহুতি।—(সরিয়া গিয়া) প্রাণ-বিনিময়! এ প্রাণ তো একবার ভগবানের চরণে উৎসর্গ করেছি; আবার কাকে দেব?

চন্দ্র।—সুন্দরী! তুমি ভুলে যাচ্ছ কার সঙ্গে কথা কৃচ্ছ। আমি মগধের সেনাপতি, আজ ভিখারীর ন্যায় তোমার প্রেমভিক্ষা চাচ্ছি, আর তুমি হেলায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? মনে রেখো, আমার মর্য্যাদা উপেক্ষণীয় নয়।

আহুতি।—মর্য্যাদা! আপনার আবার মর্য্যাদা কি? যে রমণীর মর্য্যাদা রাখতে না জানে, সে তো আত্মমর্য্যাদাহীন। আপনার আবার মর্য্যাদা!

চন্দ্র।—তুমি রমণী-রত্ন! এ পৃথিবীতে যে তোমার ন্যায় রমণী জন্মগ্রহণ করতে পারে, এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিলনা। তুমি আমায় দয়া কর—তুমি আমায় ভালবাস—এস আমরা দু'জনে ভালবাসার ডোরে পরস্পরকে বেঁধে এই মর্ত্ত্যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করি। তুমি সুন্দরী, তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, আজীবন কঠোরতায় লালিত হয়েছ; সংসার-সুখ কি তা তুমি জাননা, তাই আমায় উপেক্ষা ক'রছ; একবার ভোগসুখের আস্বাদ পেলে পরিত্যাগ ক'রতে চাইবেনা।

আহুতি।—আমি ভিখারিণী, আপনার বন্দিনী, আপনি মগধের সেনাপতি, বীর,—আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্রা নগণ্যা রমণীর অপমান করাই কি আপনার বীরধর্ম্ম?

চন্দ্র।—অপমান! সুন্দরী, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছনা। তোমায় অপমান ক'রব, এ কল্পনাও কখন আমার মনে উদয় হয়নি! আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে আমার মান-মর্য্যাদা-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী করতে চাই—তুমি আমায় দয়া কর।

আহুতি।—এখন দেখছি রাজকর্ম্মচারীদের তরবারি হ'তে আমাকে উদ্ধার করে আমার উপকার করেননি—বরং অপকার করেছেন।

এ ঘৃণিত প্রস্তাব শোনবার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু শ্রেয় ছিল! নারায়ণ! তোমার চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছি বলে আমার একটা গর্ব্ব ছিল, সে গর্ব্ব আমার খর্ব্ব হয়েছে! কৈ, তোমার অনন্ত-সৌন্দর্য্যে এই চক্ষু তো এখনও অন্ধ হয়ে যাচ্ছেনা—তোমার মধুর আশ্বাসবাণীর ঝঙ্কারে এ কর্ণ তো এখনও বধির হচ্ছেনা—এ জীবন তোমার পাদপদ্মে তো এখনও মিশে যাচ্ছেনা! প্রভু! আমার চৈতন্য লুপ্ত কর, আমায় তোমাতে মিশিয়ে নাও!

চন্দ্র।—সুন্দরী, তুমি আক্ষেপ করছ কেন? তুমি কি বুঝতে পাচ্ছনা, আমার এ অন্তর তোমার জন্য কি ব্যাকুল হয়েছে? আজ আমি আমার বন্ধু ভুলেছি, সুহৃদ্ ভুলেছি, আত্মীয় ভুলেছি, আমার মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য ভুলেছি, আমার কর্ত্তব্য ভুলেছি, আমার পূর্ব্বের জীবন ভুলেছি, আমার নিজের বলে যা কিছু ছিল—সব ঐ সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি। আর তুমি আমার প্রতি বিমুখ হয়োনা। আমার হৃদয় শুষ্ক—এ শুষ্ক মরুভূমে করুণার বারি ঢেলে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমায় সুখী কর। (অগ্রসর)

আহুতি।—হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হে লজ্জানিবারণ! কৌরবসভায় কেশধৃতা অত্যাচার-পীড়িতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে, আজ আমার লজ্জা নিবারণ কর প্রভু! তোমার চরণে নিবেদিত ফুল আজ দানবে স্পর্শ করে! তুমি যদি এ পাপস্পর্শ হ'তে রক্ষা না কর, তাহ'লে আর গতি কি প্রভু? হে গুরু! হে সত্য! হে সনাতন! আমার নশ্বর দেহরক্ষার জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ, আজ আমার দেহ নয়—ধর্ম্ম যায়—সর্ব্বস্ব যায়—কোথায় তুমি হে ভব-সিন্ধুর কাণ্ডারী গুরুরূপে নারায়ণ! আমায় এ দেহপাশ হ'তে মুক্ত কর—আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও!

চন্দ্র।—সুন্দরী, ভাল না বাস, কৃতজ্ঞতা ব'লে কি কোন জিনিষ নেই? আমি বারবার তোমায় রক্ষা করেছি, নিজের মর্য্যাদাকে বিপন্ন ক'রে তোমার ভাইকে বাঁচিয়েছি, তার কি কোন মূল্য নেই? তার বিনিময়ে, কৃতজ্ঞতার অনুরোধে, তুমি আমার হও। (অগ্রসর)

আহুতি।—না না, আমায় স্পর্শ কোরোনা, স্পর্শ কোরোনা। প্রাণ! তুই কত কঠিন, এখনও এ ক্ষীণ অস্থিপিঞ্জর ভেঙ্গে বেরোতে দেরি করছিস কেন?

চন্দ্র।—না—আর সহ্য করতে পারিনি। অনুনয়ে বিনয়ে যা না হ'ল, বলে তা সমাধা ক'রব। কিসের প্রতিবন্ধক? আমি মগধের সেনাপতি—আর এই একটা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা—পরিচয়হীন, বংশমর্য্যাদাহীন—আমি আয়ত্তে পেয়ে একে ছেড়ে দেব? কখন না! ঐ অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন ক'রে নক্ষত্ররাজী বলছে "না—না—এই সুন্দরীকে বক্ষে ধ'রে বক্ষ শীতল কর!" রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে সহস্র ঝিল্লী বিকটকণ্ঠে বলছে "না—না—এ সুন্দরীর বাহুপাশে আবদ্ধ হ'য়ে জীবন সার্থক কর!" উন্মত্ত নৈশ-সমীরণ হা হা স্বরে হৃদয়ের আগ্রহ জাগিয়ে বলছে "না—না—রমণী দুর্লভ, প্রেম দুর্লভ, সৌন্দর্য্য দুর্লভ! রাত্রির অন্ধকারে একাকী যুবতী-সম্মুখে এ সুযোগও দুর্লভ—একে পরিত্যাগ করা কাপুরুষের কার্য্য!" না—কখন শুনবনা, এ রমণীর মুখসুধা-পানে আমার পিপাসিত চিত্তবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত ক'রব।—এস প্রিয়তমে, আমার বুকে এস। (অগ্রসর)

আহুতি।—নারায়ণ! আমার এ বক্ষে তোমার পাদপদ্ম দিয়ে দাঁড়াও প্রভু! তুমি ভিন্ন আমার আর গতি কৈ?

(শূন্যে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তিতে মহাব্রতের আবির্ভাব)

মহা।—আহুতি! চেয়ে দেখ—বল—

"অতিদীন প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থস্ত্বৎপরায়ণ।
দুঃখার্ণবনিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

আহুতি।—"অতিদীন প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থস্ত্বৎপরায়ণ।
দুঃখার্ণবনিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

চন্দ্র।—একি এ! একি আলোক!!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—ঃ(*)ঃ—

রাজসভা।

(সিংহাসনে রুদ্রচণ্ড ও তীর্থ্যঙ্করা, নিম্নে কলাবতী, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি)

রুদ্র।—দু'শো বৈষ্ণব ধরা পড়েছে। পূর্ব্বে মরেছে সাতশো, এখনও একশো বাকী। গুরুদেব বলেছেন এক হাজার মৃত বৈষ্ণবের কঙ্কালে যজ্ঞ করবেন, সেই যজ্ঞ সমাধা হ'লেই আমি অমর হব!—মাতঙ্গধর! তোমার আয়োজন সব ঠিক আছে? সিংহব্যাঘ্রগুলোকে কতদিন খেতে দাওনি?

মাতঙ্গ।—মহারাজ, তাদের তিনদিন খেতে দেওয়া হয়নি।

রুদ্র।—বেশ বেশ, আজ ভারি আমোদ হবে! দেখ মাতঙ্গধর, এই বৈষ্ণবদের একশত জনকে বেশ ক'রে তৈলাক্ত কোরো, তারপর কুড়িহাত অন্তর এক একজনকে কোমর পর্য্যন্ত পুঁতে আগুন ধরিয়ে দাও। মানুষের মশালের আলোয় আমরা, বাকী একশো বৈষ্ণব

ব্যাঘ্রসিংহের মুখে কি ক'রে প্রাণ দেয়, তা দেখব।

(নাগকেশরের প্রবেশ)

নাগকেশর! সংবাদ কি?

নাগ।—মহারাজের আদেশে চন্দ্রপীঠের গৃহ থেকে সেই বন্দিনীকে নিয়ে এসেছি।

রুদ্র।—বেশ করেছ, বেশ করেছ! রমণীকে তৈলাক্ত বস্ত্রে আবৃত ক'রে চন্দ্রপীঠেরই গৃহদ্বারে প্রোথিত ক'রে আগুন ধরিয়ে দাও। রাণী! তুমি না বলছিলে মেয়েটার প্রাণ নেই, চন্দ্রপীঠের প্রণয়কে সে উপেক্ষা করেছে? এইবার দেখবে তার নির্ব্বাপিত প্রাণ জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় লক্লক্ ক'রে জ্বলছে! হাঃ হাঃ হাঃ! মানুষের মশাল! —মেয়েটাকে যখন নিয়ে এলে, তখন চন্দ্রপীঠ কিছু বল্লে?

নাগ।—মহারাজ, চন্দ্রপীঠ মগধকে অভিশাপ দিতে লাগল, আপনাকেও অভিশাপ দিতে লাগল।

রুদ্র।—কি? এতবড় স্পর্দ্ধা তার?

রাণী।—মহারাজ, ক্রোধ করবেন না। চন্দ্রপীঠের অপরাধ কি? এই ডাকিনীই তাকে যাদু ক'রেছে; নইলে সে অবিশ্বাসী নয়।

রুদ্র।—তোমার কি তাই মনে হয়?

রাণী।—হাঁ, আমি তাকে ভাল জানি।

রুদ্র।—বেশ বেশ, সন্তুষ্ট হলুম, তাকে মার্জ্জনা করলুম। (শার্দ্দূলকের প্রতি) তারপর, সে মেয়েটা? সে মূর্চ্ছিত হ'ল, না কাঁদতে লাগল?

নাগ।—না মহারাজ, সে মূর্চ্ছাও যায়নি, কাঁদেওনি—ধীর স্থিরভাবে সে আমার সঙ্গে চলে এল।

রুদ্র।—আশ্চর্য্য! এই ভণ্ডের দল কি জানে! মরে—কাঁদেনা—চীৎকার করেনা! হত্যার অর্দ্ধেক সুখ উপভোগ করা হয়না। দেখা যাক্,

আজকের ছুঁচোগুলো কেমন কিচ্‌কিচ্‌ করে! হাঃ হাঃ হাঃ!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি।—সেনাপতি চন্দ্রপীঠমহাশয় মহারাজের চরণদর্শন প্রার্থনা করেন।

রুদ্র।—কে? চন্দ্রপীঠ? এখন থাক্।

রাণী।—কেন মহারাজ? তাকে আসতে অনুমতি দিন, নইলে সে হয়তো মনে করবে আপনি তাকে ভয় করেন!

রুদ্র।—ভয়! চন্দ্রপীঠকে? একটা পাহাড় একটা বালির কণা দেখে ভয় পাবে? উন্মাদ! উন্মাদ! আমি মগধের অধীশ্বর রুদ্রচণ্ড—দু'দিন পরে যে অমর হবে—ঈশ্বর ব'লে লোকে যাকে পূজা করবে—একটা নগণ্য ব্যক্তিকে তার ভয়?—আসতে বল।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

নাগ।—(স্বগতঃ) দেখ, কি বিভ্রাট ঘটে!

(চন্দ্রপীঠের প্রবেশ)

চন্দ্র।—(নতজানু হইয়া) মহারাজ রুদ্রচণ্ডের জয়! মহারাণীর জয়!

রুদ্র।—কি সংবাদ চন্দ্রপীঠ?

চন্দ্র।—মহারাজ! ভিক্ষা—ভিক্ষা—ভিক্ষার্থী আমি, নতজানু হয়ে আপনার কৃপাভিক্ষা করছি।

রুদ্র।—ভিক্ষা! আমাদের কোন্ অনুগ্রহে তুমি বঞ্চিত যে তোমাকে ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে?

চন্দ্র।—মহারাজ, আমার নিজের জন্য নয়।

রুদ্র।—তবে কার জন্য?

চন্দ্র।—মহারাজ! একটী নির্দ্দোষী বালিকার জন্য আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি।

রুদ্র।—সেই বৈষ্ণবদের মেয়েটা বুঝি?

চন্দ্র।—হাঁ মহারাজ!

রুদ্র।—সে তো নির্দোষী নয়।

চন্দ্র।—তার কি অপরাধ, মহারাজ?

রুদ্র।—অপরাধ? অপরাধ—সে বৈষ্ণব—বিদ্রোহীর দলভুক্ত।

চন্দ্র।—কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, মহারাজ?

রুদ্র।—অভিযোগ? অভিযোগ? হাঁ, এই নাগকেশর, শার্দ্দুলক আর আরও অনেকে—

চন্দ্র।—অনেকের মধ্যে তো কলাবতী আর—কিন্তু মহারাজ, ঈর্ষা-পরায়ণ রমণীর কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

নাগ।—মহারাজ, আরও প্রমাণ আছে। বৈষ্ণবরা যখন সংকীর্ত্তন করছিল, সেই সময় তাদের দলেই এই স্ত্রীলোক ধরা পড়েছে।

চন্দ্র।—তাতে অপরাধ কি নাগকেশর? ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন কি অপরাধ? মহারাজ, আমি শপথ ক'রে বলতে পারি এই নিরীহ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মত উচ্চপ্রাণ ধার্ম্মিক প্রজা মগধে নেই।

রুদ্র।—তারা বিদ্রোহী, মৃত্যুই তাদের শাস্তি, বিশেষতঃ তাদের মৃত্যুতে আমার অমরত্ব!

রাণী।—চন্দ্রপীঠ! তুমি কি একটা তুচ্ছ বিধর্ম্মী রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে মহারাজের মর্য্যাদা নিজের মর্য্যাদা—সব ভুলে যাচ্ছ?

রুদ্র।—ধার্ম্মিক! ধার্ম্মিক! ভণ্ডেরা এই শব্দের সৃষ্টি করেছে। ধর্ম্মের শাসনেই মানুষের অর্দ্ধেক সুখকে গ্রাস ক'রে বসে আছে।

চন্দ্র।—আর আমি দেখছি মহারাজ, অধর্ম্মের—অত্যাচারের—পাপের রাক্ষসী ক্ষুধা পৃথিবীর সুখশান্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

রুদ্র।—থাক্—যথেষ্ট হয়েছে! আমি রুদ্রচণ্ড—মগধের অধীশ্বর—সর্ব্ব-

পূজ্য—আমি কারও উপদেশ গ্রহণ করতে চাইনা। জীবন মৃত্যু আমার দুই হাতের খেলার পুতুল। আমি দৃঢ়সংকল্প! সেই মেয়েটাকে পুড়িয়ে সেই আগুনে আমরা, সিংহমুখে এই ভণ্ড ষড়যন্ত্রীরা কি রকম ক'রে মরে, তাই দেখব! হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দ্র।—মহারাজ! মহারাজ! আমার একটী অনুরোধ রাখুন, আমায় একটী ভিক্ষা দিন—আমি আপনার মঙ্গলের জন্য শত্রুর তরবারির নীচে মাথা পেতে দিয়েছি—জীবন তুচ্ছ করে রাজাজ্ঞা পালন করেছি, উচিত অনুচিত বিবেচনা করিনি, মৃত্যু শিয়রে বেঁধে মহারাজের মনস্তুষ্টি করেছি। কখনও কোনদিন কোন প্রতিদান চাইনি, আজ কাতরকণ্ঠে আপনার কাছে ভিক্ষা করছি—মহারাজ, ভিক্ষা—আমায় ভিক্ষা দিন—বালিকার জীবন রক্ষা করুন!

রুদ্র।—মহারাণীর কি ইচ্ছা?

রাণী।—না—কখন না!

রুদ্র।—না—কখন না! চন্দ্রপীঠ, এ হতেই পারেনা। শুধু রাজদ্রোহী হ'লে কোন কথা ছিলনা—কিন্তু এরা বৈষ্ণব! এদের মার্জ্জনা অসম্ভব!

চন্দ্র।—মহারাজ, এরা রাজদ্রোহী নয় এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি। আর যদিই রাজদ্রোহী হয় তাহ'লে এক অনাথা রাজদ্রোহী ক্ষুদ্রা রমণী মগধেশ্বরের কি অনিষ্ট করতে পারে? তারা ঈশ্বরবাদী বৈষ্ণব বটে, কিন্তু সে অপরাধের শাস্তি কি প্রাণদণ্ড?

রাণী।—সে বালিকার জীবনরক্ষার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমিও কি তাদের মত ঈশ্বর-উপাসক হবে নাকি?

চন্দ্র।—মহারাণী! কি হব তা জানিনা, কিন্তু সে মহিমময়ী রমণীর ন্যায় যদি পবিত্র হ'তে পারতুম!

রাণী।—তোমায় দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে চন্দ্রপীঠ! তুমি অযোগ্য-পাত্রে তোমার ভালবাসা ন্যস্ত করেছ দেখছি।

চন্দ্র।—মিথ্যা নয় মহারাণী, যোগ্য কি অযোগ্য তা আমি জানিনি!

রাণী।—শুনেছিলুম এই ভণ্ডেরা যাদু জানে, দেখছি সে স্ত্রীলোক ডাকিনীই বটে—সে তোমায় যাদু করেছে।

চন্দ্র।—হাঁ, যাদু করেছে; তবে মন্ত্রে নয়, ঔষধে নয়, যাদু করেছে তার সরলতা—যাদু করেছে তার পবিত্রতা—যাদু করেছে তার বিশ্বাস!

রুদ্র।—তথাপি সে বৈষ্ণবকন্যা।

চন্দ্র।—তাই যদি হয়, মহারাজ! তবুও আপনি তাকে আমায় ভিক্ষা দিন। এ ভিক্ষাদান আপনার পক্ষে কিছুই নয়—আমার পক্ষে সাম্রাজ্য-জয়ের তুল্য। আপনার একটী কথা, একটী ইঙ্গিত, আমার জীবন—মৃত্যু—সর্ব্বস্ব! মহারাজ! বিনিময়ে আজীবন আপনার দাসত্ব ক'রব—আপনার সেবায় এ জীবন উৎসর্গ ক'রব—এ পৃথিবীতে কোন ভৃত্য তার প্রভুর এমন সেবা করেনি, এমন দাসত্ব করেনি—এমনি সেবা ক'রব,এমনি দাসত্ব ক'রব। মহারাজ! ভিক্ষা দিন—বালিকার জীবন ভিক্ষা দিন!

রুদ্র—কখন না।

চন্দ্র।—অভিশপ্ত মগধ—অভিশপ্ত তার রাজা—আর অভিশপ্ত তার রাজকর্ম্মচারীরা! মহারাজ! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি—বার্দ্ধক্যের লোলচর্ম্মের আবরণ ভেদ করে অন্তরাল থেকে অন্ধকার আপনাকে গ্রাস করতে আসছে, সে অন্ধকার শুধু আপনাকে গ্রাস করে ক্ষান্ত হবেনা, আপনার এই সাধের মগধকেও অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়ে

দেবে। মহারাজ, এখনও শুন্থন, সে অন্ধকারে যদি পুণ্য-আলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখবার অভিলাষ থাকে—বালিকাকে মুক্ত করে দিন। জীবনে অনেক পাপ করেছেন, একটী পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

রুদ্র।—স্পর্দ্ধা দেখছি আপনার সীমা অতিক্রম করে চলেছে! চন্দ্রপীঠ, সাবধান! কার সম্মুখে কথা কচ্ছ জান? আমি মগধেশ্বর রুদ্রচণ্ড, জান তোমারও——

রাণী।—মহারাজ! চন্দ্রপীঠ উন্মাদ—ব্যাধিগ্রস্ত, তার উপর ক্রোধ করবেন না!

রুদ্র।—চল রাণী, আমার আদেশ যা একবার প্রচারিত হয়েছে তার আর প্রত্যাহার নাই!

রাণী।—তাহ'লে বালিকার মৃত্যু নিশ্চিত?

রুদ্র।—সুনিশ্চিত।

রাণী।—হাঁ, তবে তার জীবন রক্ষা হতে পারে, সে যদি তার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমাদের দলভুক্ত হয়!

রুদ্র।—হাঁ হাঁ ঠিক বলেছ, তাহ'লে তার জীবন রক্ষা করতে পারি।

চন্দ্র।—যদি তাতে সে সম্মতা না হয়?

রুদ্র।—মৃত্যু! তাহ'লে তার মৃত্যুই অবধারিত! মগধেশ্বরের যা বক্তব্য তা শেষ হয়েছে; এস রাণী, এস সভাসদ্‌গণ, মৃত্যুর ক্রীড়া দেখে আনন্দভোগ করিগে চল। হাঃ হাঃ হাঃ!

[চন্দ্রপীঠ ও কলাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কলা।—চন্দ্রপীঠ!

চন্দ্র। (চমকিয়া) এই যে তুমিও আছ দেখছি। কেমন? খুব সুখী হয়েছ?

কলা।—কেন চন্দ্রপাঠ ?

চন্দ্র।—তোমার রাক্ষসী প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে ব'লে!

কলা।—তাতে ক্ষতি কি ?

চন্দ্র।—ক্ষতি ?

কলা।—হাঁ, এতে তোমার কোন ক্ষতি নাই! এ মেয়েটা মরে গেলেই তো আবার পূর্ব্বের চন্দ্রপীঠ ফিরে আসবে।

চন্দ্র।—ভুল—ভুল—ভুল বুঝেছ নারী! তার মৃত্যুতে এ বিশ্বের মৃত্যু! আহুতি চলে যাবে— এ শ্যামলা মেদিনী অন্ধকারের আবরণে মুখ লুকোবে, আর ফুল ফুটবেনা, পাখী ডাকবেনা, স্রোতস্বিনী মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে, চন্দ্রমা-তারকাভূষিত গগন প্রলয়ের অন্ধকারে ডুবে যাবে, সূর্য্য কক্ষচ্যুত হবে—বিশ্বের প্রাণ তার প্রাণে বাঁধা, তার মৃত্যুতে বিশ্বের মৃত্যু!

কলা।—সে তোমার পক্ষে বটে, কিন্তু আহুতি মলেও, আর যারা বেঁচে আছে তারা তেমনি বেঁচে থাকবে।

চন্দ্র।—সে কথা মনেও স্থান দিওনা। শোন নারী! আহুতি যদি মরে, জেনে রেখো—যারা তার মৃত্যুর কারণ, তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না! তুমি নও, নাগকেশর নয়, শার্দ্দূলক নয়, মগধের অধীশ্বরী ভীর্য্যক্ষরা নয়, স্বয়ং মহারাজ রুদ্রচণ্ডও নয়! শুনতে পাচ্ছ ? শুনতে পাচ্ছ ?

কলা।—চন্দ্রপীঠ, যথার্থই তুমি চৈতন্য হারিয়েছ ; তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, আহুতি তোমার যোগ্যা নয়।

চন্দ্র।—না না, সে আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী, সে আমার সর্ব্বস্ব, সৃষ্টির আদি দিন হতে নিয়তি স্বহস্তে এই বিধান লিপিবদ্ধ করেছেন। আহুতি আমার—আমার—আমার! তার নিঃশ্বাসে আমার

নিঃশ্বাস, তার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, তার মৃত্যুতে আমার মৃত্যু!

কলা।—তাই যদি হয়—তোমার প্রণয়িনী মরুক, তুমি মর, আমি হাস্যমুখে সে মৃত্যু দেখব।

চন্দ্র।—না সে মরবেনা—সে মরতে পারেনা—আমি তাকে মরতে দেবনা। দেখব—রুদ্রচণ্ডের লৌহকারাগার কত দৃঢ়—কত তীক্ষ্ণ ধার প্রহরীর অস্ত্রে—আমি তাকে কারামুক্ত ক'রব—প্রহরীর সাধ্য নেই, লৌহপ্রাচীরের সাধ্য নেই আমার সংকল্প ব্যর্থ করে। যাও বিশ্বাসঘাতিনী নারী! তোমাদের নররাক্ষসকে এই সংবাদ দাও!

[প্রস্থান।

কলা।—না, আর কোন আশাই নেই। তবে আর মমতা কেন? প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবেসেছি, সে ভালবাসার প্রতিদান যদি না পাই, তবে তোমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন কি? তোমার প্রণয়িনী মরবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মৃত্যু স্থির, নিশ্চয়! দেখি কে তার গতিরোধ করে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ(*)ঃ—

পাটলীপুত্র—রাজপথ।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

১ম নাগ।—আরে চল চল, ছুটে চল। এরপর আর যায়গা পাওয়া যাবেনা।

২য় নাগ।—এতক্ষণ হয়তো খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

বালক।—ও পিসে, ও পিসে!

৩য় নাগ।—দাঁড়া বাবা দাঁড়া, বুড়োমানুষ—ছুটতে পারিনি, হাতটা ধরে নিয়ে চল্।

বালক।—ছুটতে পারবেনা তো এলে কেন? ভাল ভাল বাঘে খাওয়ান গুলো হয়ে যাবে, দেখব কি?

[সকলের প্রস্থান।

(ধুরন্ধর ও কুরঙ্গধরের প্রবেশ)

ধুর।—শালার পা হু'টো আর উত্তরমুখো যেতে চায়না।—একপা এগোই তো দু'পা পেছিয়ে দেয়।

মহা।—এক কাজ কর। উত্তর দিকে পেছন কর, দক্ষিণ দিকে মুখ কর। এক পা দক্ষিণ দিকে এগোবে, দু'পা উত্তর দিকে পেছোবে, তাহ'লে জায়গায় পৌঁছতে আর দেরি হবেনা।

ধুর।—ঠিক বলেছ ভাই, এমন না হ'লে বুদ্ধি? এইবার ঠ্যাং দু'টো জব্দ হয়েছে। চলতো চাঁদ ঠ্যাং এইমুখো।

কুরঙ্গ।—বারণ কল্লুম অত খাস্‌নি, ওজন বুঝে না খেলেই শেষ পস্তাতে হয়।

ধুর।—দেখ এতখানি বয়েস হ'ল, মেয়েমানুষের সঙ্গে কখনও প্রেম কল্লুমনা, যা কিছু প্রেম এই কারণের সঙ্গে। তাও যদি পেটটা পূরে না খাব, তো বেঁচে থাকব কি সুখে?

কুরঙ্গ।—নাও, তোমার সঙ্গে এখানে কথা কাটাকাটী ক'রব, তো খেলা দেখব কখন? সোজা হ'য়ে হাঁটতে না পার, আমার কাঁধে ভর দিয়ে এস। আর কিছু দেখা হ'ক না হ'ক, ছুঁড়িটার কি হয় দেখাতেই হবে।

ধুর।—যা হবে, তা তো এখান থেকেই বুঝতে পারছি। তেলনেক্‌ড়া জড়িয়ে চলতি-রোসনাই ক'রে ছেড়ে দেবে।

কুরঙ্গ।—তুমি এখানে চোখ'বুজে যা হবে দেখ, আমি চল্লুম।

ধুর।—যাবে যাও, আমি আর অতদূর যাচ্ছিনি—কিংবা—যেতে পাচ্ছিনি। কারণটা-আসটা খাই বটে, কিন্তু মানুষ মারা বড় একটা দেখতে পারিনি। তুমি যাও ভাই কুরঙ্গধর, আমি সুরা-সুন্দরীর আশ্রমে গিয়ে মনের মলা একটু ধুয়ে ফেলিগে।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

মল্লরঙ্গভূমি।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ আহুতি ও নির্ম্মাল্য; নাগকেশর, শার্দ্দূলক ও প্রহরীগণ)

শার্দ্দু।—এইবার তোদের পালা। কৈ, তোদের চন্দ্রপীঠ কৈ? ক'বার বড় বেঁচে গিয়েছিলি, এবার কে বাঁচায়? দেখি তার ক্ষমতা কত! কিহে ছোকরা, সেবার জাঁতার পিষুনি থেকে বড় বেঁচেছিলে, এবার কে বাঁচাবে? ঐ সিংহি দেখছিস? ওর মুখে তোকে ফেলে দেব, টুকরো টুকরো ক'রে তোকে ছিঁড়ে খাবে।

নির্ম্মাল্য।—অ্যাঁ! দিদি, দিদি, ঐ সিংহীর মুখে ফেলে দেবে?

শার্দ্দু।—এই যে, দেখেই কাঁপুনি ধরেছে।

আহুতি।—নারায়ণ! আর কোন ভিক্ষা চাইনা, চরম সময় একবার দেখা দিও প্রভু! যেন হাসিমুখে মরণ-পণে জীবন কিনতে পারি। নৃসিংহমূর্ত্তিতে তোমার ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলে, সর্ব্বজীবে তোমার অস্তিত্ব, আজ এই সিংহমূর্ত্তির চরণতলে তোমারি চরণের নির্ম্মাল্যকে আমার—রক্ষার জন্য নয় নারায়ণ—কাতরকণ্ঠে এই দীনার সকরুণ ভিক্ষা—রক্ষার জন্য নয়—অঞ্জলি প্রদান করছি—এ অঞ্জলি গ্রহণ ক'রে তার নশ্বর দেহকে ধন্য কর!

নির্ম্মাল্য।—দিদি দিদি, আমার বড় ভয় হচ্ছে। আর আমি বাঁচবনা? এ পৃথিবী—এ সূর্য্যের আলো—আর কিছুই দেখতে পাবনা?

আহুতি।—কে বল্লে দেখতে পাবেনা ভাই? এর চেয়ে বেশী আলো দেখাবার জন্যই তো আলোকময় তাঁর কোলে টেনে নিচ্ছেন! আমরা দীন, তিনি দীননাথ—দীনের ডাকে কি তিনি স্থির থাকতে পারেন? তাঁর কোলে একবার আশ্রয় পেলে এ ভয়, এ আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা কিছুই তো আর থাকবেনা!

নির্ম্মাল্য।—কিন্তু দিদি, আমি যে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে পাপ করেছি, আমার সে পাপ কি তিনি মার্জ্জনা করবেন? আমি কি তাঁর কোলে ঠাঁই পাব?

আহুতি।—না ভাই, তুমি তো বিশ্বাসভঙ্গ করনি, তোমার দুর্ব্বল অপটু দেহ পীড়নের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার স্বধর্ম্ম পালন করেছে, বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। তোমার আত্মা নির্ম্মল, পাপশূন্য।

নির্ম্মাল্য।—দিদি, তবু যে আমার ভয় হচ্ছে।

আহুতি।—ভয় কি ভাই? ওকি—কাঁপছ কেন? ভাই ভাই, তুমিতো আমার তেমন ভাই নও, আমাগত প্রাণ তুমি, আমার গর্ব্ব,

আমার অহঙ্কার, আমার সব, আমার ইষ্টদেবতার চরণের নির্ম্মাল্য আমার—আমার এই বুকে এস, বুক বাঁধ, আমার সাহসে তুমি সাহসী হও। আমার সাহস তো আমার নয়—তাঁর! সেই মহাসাহসকে আশ্রয় করে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

নির্ম্মাল্য।—দিদি দিদি, এ বুকের কাঁপুনি তো এখনও থামল না। আমি বুঝতে পাচ্ছিনি, আমার দেহ দুর্ব্বল, না আমি দুর্ব্বল ?

আহুতি।—আর কাঁপবেনা। বল—দীননাথ! এ দীনকে চরণে আশ্রয় দাও।

নির্ম্মাল্য।—দীননাথ! আমি দুর্ব্বল, ভয়ার্ত্ত, অতি দীন, একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি বলে তোমার অভয় চরণে কি আমায় স্থান দেবেনা প্রভু ?—দিদি দিদি, আরতো ভয় নেই! কৈ, কৈ—কোথায় গিয়ে মরতে হবে ? ঐ সিংহীর মুখে ? চল চল, আমায় এখনি নিয়ে চল। ঐ যে অভয়চরণ আমি দেখতে পাচ্ছি! এই যে নারায়ণ, তুমি আমার আশে—পাশে—পশ্চাতে—সম্মুখে! আর কিসের ভয়, আর কিসের ভয় ?

শার্দ্দু।—সিংহের মুখে নয়—আয় তোকে আগুনেই ফেলিগে!

[নির্ম্মাল্যকে লইয়া প্রস্থান।

আহুতি।—(নতজানু হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) ভাই আমার ভাগ্যবান্, তাই আমার আগে নারায়ণ তার পূজা গ্রহণ কল্লেন ; আমার আর বিলম্ব কত, নাথ ?

(চন্দ্রপীঠের প্রবেশ)

চন্দ্র।—আহুতি! আহুতি!

আহুতি।—(নীরব)

চন্দ্র।—আহুতি! আহুতি!

আহুতি।—কে? কে?

চন্দ্র।—চেয়ে দেখ, আমি এসেছি। আহুতি!

আহুতি।—কি?

চন্দ্র।—আমি তোমাকে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রতে এসেছি।

আহুতি।—কেন?

চন্দ্র।—আমি মহারাজের পায়ে ধরে তোমার জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলুম, সে ভিক্ষা আমি পেয়েছি। তুমি মুক্ত, কিন্তু তার বিনিময়ে তোমায় একটী কাজ করতে হবে। তোমার এই ভগবানে অন্ধ বিশ্বাস, তোমার এই ভিত্তিহীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে হবে।

আহুতি।—ভগবান্ সত্য,বিশ্বাস সত্য,ধর্ম্ম সত্য; যা সত্য—তা সনাতন, তা অনন্ত। আমি আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিনিময়ে আমার এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ রক্ষা করতে চাইনা। তুমি ফিরে যাও—আমি ম'রব।

চন্দ্র।—ধর্ম্ম বাতুলের কল্পনা। এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, পরকাল নেই, জীবনের আরম্ভ এইখানে, এইখানেই তার শেষ! মানুষ আসে যায়, হাসে কাঁদে, ঘুমিয়ে পড়ে, আর জাগেনা।

আহুতি।—কি চায়?

চন্দ্র।—চায়? চায় সুখ, চায় আনন্দ, চায় তৃপ্তি।

আহুতি।—যা চায়, তা পায় কি?

চন্দ্র।—না, নিরবচ্ছিন্ন সুখ পায়না বটে; কিন্তু কিছু না পেলে চাইবে কেন?

আহুতি।—কি পেলে তুমি সুখী হও?

চন্দ্র।—আমি? কি পেলে সুখী হই? আহুতি! আহুতি! তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার তৃপ্তি, তোমায় পেলেই আমি সুখী হই।

আহুতি।—আমাকে? এই মাংসপিণ্ড—এই চোখ এই মুখ? কিন্তু এ মাংসপিণ্ডের উপর আমারও কোন অধিকার নেই, তোমারও কোন অধিকার নেই। আজ যা সুন্দর আছে, কাল তা কুৎসিৎ হতে পারে—হয়তো এই দণ্ডে এই মুহূর্ত্তে, তোমার অজ্ঞাতে আমার অজ্ঞাতে, মৃত্যু এসে একে গ্রাস করতে পারে; তখন আমাকে নিয়ে তোমার সে সুখ, সে আনন্দ, সে তৃপ্তি কোথায় থাকবে বলতে পার?

চন্দ্র।—না।

আহুতি।—তবে, সুখ কোথায়? আমার মুখে, না তোমার মনে?

চন্দ্র।—সে কি? আমার মনে?

আহুতি।—হাঁ, তোমার মনে। আমার মুখে তোমার মনের প্রতিবিম্ব দেখেছ; মনকে চেন, ক্রমে আত্মার পরিচয় পাবে, তখন আর এ আয়নাকে চাইবেনা। পরকাল মান না, মন মান?

চন্দ্র।—হাঁ মানি।

আহুতি।—পাপ-পুণ্য মান?

চন্দ্র।—পাপ-পুণ্য কি তা জানতুম না, কখনও জানবার চেষ্টাও করিনি; কিন্তু যেদিন যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেইদিন হ'তেই একটা নতুন আলো আমার মনের উপর পড়েছে—সেইদিন হ'তে একটা বুঝতে পাচ্ছি। বুঝতে পাচ্ছি তুমি যা, আমি তা নই। তোমার মুখে যেন কি একটা শ্রী আছে, আমার মনে পাহাড়ের ভার নিয়ে অন্ধকার স্তুপীকৃত হয়ে রয়েছে! তোমার সেই শ্রী, তোমার সেই পবিত্রতা, তোমার সেই সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু যদিই পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকে, এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, পাপ আমি—পুণ্য তুমি! আমি অন্ধকার—

তুমি আলো! এ সৌন্দর্য্য—এ মাধুর্য্য—এ অপূর্ব্ব শ্রী তুমি কোথায় পেলে?

আহুতি।—তাঁর কাছে।

চন্দ্র।—কে তিনি?

আহুতি।—আমার নারায়ণ—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার—সর্ব্বমাধুর্য্যের আধার—সর্ব্বলাবণ্যের আধার! আমি তাঁর কাছে চলেছি—সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবতে চলেছি। তুমি আমায় রক্ষা করতে এসেছ? ক'দিনের জন্য? যার উপর তোমারও অধিকার নেই, আমারও অধিকার নেই, তার রক্ষায় কি লাভ? আমি আমার ধর্ম্মত্যাগ ক'রবনা—তুমি যাও, আমায় মরতে দাও।

চন্দ্র।—তোমার এত বিশ্বাস? তুমি বাঁচতে চাওনা? মরতে চাও? কি সৌন্দর্য্য দেখেছ আহুতি, যে হেলায় হাসিমুখে তুমি তোমার প্রাণ তাঁর চরণে ডালি দিতে চলেছ? সত্যই কি তেমন সুন্দর কেউ আছে?

আহুতি।—আছে।

চন্দ্র।—কে তিনি?

আহুতি।—বলেছি তো, আমার নারায়ণ!

চন্দ্র।—কি এ অদ্ভুত বিশ্বাস—কি এ অদ্ভুত আত্মত্যাগ—কি এ অদ্ভুত জীবন! মৃত্যুতে আনন্দ?—সত্যই কি তবে এমন সুন্দর কেউ আছে—যাকে দেখলে এত সুখ এত তৃপ্তি? মৃত্যুভয় থাকেনা, এত আনন্দ? কৈ এতদিন তো এ পরিচয় পাইনি! আহুতি! আহুতি! কি নতুন লালসা প্রাণে জাগিয়ে দিলে? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কোথায়? কোথায়?

(নাগকেশরের প্রবেশ)

নাগ।—মহারাজ জানতে পাঠিয়েছেন, কি স্থির হ'ল। বালিকা তার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে চায়, না মরতে চায়? কি উত্তর দেব, বল।

চন্দ্র।—আহুতি!

নাগ।—কি উত্তর দেব?

আহুতি।—জীবন দিয়ে নারায়ণের চরণ!—চল।

চন্দ্র।—আহুতি! দাঁড়াও। এ তুমি আমার কি কল্লে? তোমায় তো ভুলতে পাচ্ছিনি—তোমায় তো ছাড়তে পাচ্ছিনি—আমি এখনো তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!

আহুতি।—আমায় ভালবাস? তাহ'লে আমি যাকে ভালবাসি, তাকেও ভালবাসতে শেখ। আমায় আর বাধা দিওনা, মরতে দাও।

চন্দ্র।—না, দাঁড়াও—তোমায় একা মরতে দিতে পারবনা। কি পাপ কি পুণ্য, কি ইহকাল কি পরকাল, কি তোমার নারায়ণ—কিছুই জানিনা; কি চাই তাও বুঝতে পারছিনা—কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, আমি তোমায় চাই। তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও আমি এখানে থাকতে পারবনা। যে সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে তোমার এত তৃপ্তি—আমারও হাত ধর—আমায়ও তোমার সঙ্গে নাও, সে সৌন্দর্য্য-সাগরে অবগাহনের সুখ হ'তে আমায় বঞ্চিত কোরোনা। জীবনে যা পূর্ণ না হ'ল, মৃত্যুতে তা পূর্ণ হ'ক।

আহুতি।—এস—হাত ধর—বল "নারায়ণ!"

চন্দ্র।—তোমার কণ্ঠ আমায় দাও—তোমার বিশ্বাস আমায় দাও—তোমার ভক্তি আমায় দাও—আমাকে তোমার ক'রে নাও। ছার পৃথিবী—ছার এর সুখ দুঃখ—ছার ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা প্রভুত্ব—ছার

রুদ্রচণ্ড—ছার এ মগধ! তুমি আমার পুণ্য—তুমি আমার ধর্ম্ম—তুমি আমার আনন্দ—তুমি আমার তৃপ্তি—তুমি আমার সুখ! যাও নাগকেশর—মগধেশ্বর রুদ্রচণ্ডকে বলগে আজ হ'তে আমিও বৈষ্ণব!

(শার্দ্দূলকের প্রবেশ)

শার্দ্দূ।—মগধেশ্বরের আদেশে, চন্দ্রপীঠ, তুমি বন্দী—এই দেখ রাজাদেশ।

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

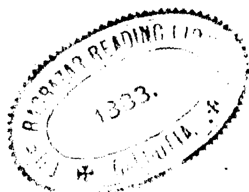
পাটলীপুত্র—রাজপথ।

(বন্দীগণের প্রবেশ)

[গীত]

গাও সুমেরু শৈল শিখর সমুন্নত মণ্ডিত জয় শ্রীমগধ-অধীশ্বর।
শুভ্র কীর্ত্তি যার কর্পূর-কুন্দ-কুমুদ-চন্দ্রছটা উজলি বেড়ে অবনী অম্বর॥
ধরাধর-কম্পিত চরাচর-ত্রাসিত রুদ্র রুদ্রচণ্ড চণ্ডবর নর-ঈশ্বর।
অযুত-শত-বন্দি-বন্দিত-চরণ স্বতঃ জগৎভীত শাসিত অচল-স্থল-ব্যোম-সাগর॥

[প্রস্থান।



পঞ্চম দৃশ্য।

—ঃ(*)ঃ—

রাজসভা।

(রুদ্রচণ্ড, তীর্য্যক্ষরা, কলাবতী, সভাসদ্‌গণ, রক্ষিগণ প্রভৃতি)

রুদ্র।—রাণী, তোমার কথায় বারবার আমি চন্দ্রপীঠকে মার্জ্জনা ক'রেছি, তার পরিণাম দেখ। কলাবতীর মুখে শুনলে, সে আমাকেও হত্যা ক'রতে পশ্চাদ্‌পদ নয়। এতদুর তার স্পর্দ্ধা—বলে—যদি আহুতি মরে, আমি বাঁচব না, তুমি বাঁচবে না, আমাদের সকলকেই সে হত্যা ক'রবে! রুদ্রচণ্ডের ক্রোধ কি ভয়ানক, বোধ হয় সে ভুলে গেছে।

রাণী।—প্রেম মানুষকে উন্মাদ করে বটে, কিন্তু এমন ভীষণ তার প্রতাপ তা কখনো জানি নি।

কলা।—(স্বগত) মূর্খ চন্দ্রপীঠ, বুঝতে পারলেনা, কালসাপিনী নিয়ে খেলা ক'রেছ! বোঝনি কেন, সাপিনীর তীক্ষ্ণ দন্তের অন্তরালে যে বিষ আছে, সে খেলার জিনিষ নয়! যদি ভাল না বাসবে, আমার ভালবাসার বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছিলে কেন? ভেবেছিলে সে আগুনে আমি পুড়ব, আর তুমি তার উত্তাপে হিমকাতর-দেহে উষ্ণতা-সুখ অনুভব করবে! তাও কি হয়!

রুদ্র।—শার্দ্দুলক এত বিলম্ব কচ্ছে কেন? পিঞ্জরাবদ্ধ করে চন্দ্রপীঠকে এখানে আনতে বলেছি, এখনো আসছে না কেন? আজ আমার বিচার দেখে লোকে বুঝবে, রুদ্রচণ্ড যথার্থ ই মগধের ঈশ্বর।

(পিঞ্জরাবদ্ধ চন্দ্রপীঠকে লইয়া শার্দ্দূলক ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

চন্দ্রপীঠ, তোমাকে আমরা চিরদিনই স্নেহ করতুম, আমার অনুগ্রহেই তোমার সম্মান, তোমার মর্য্যাদা, তোমার ঐশ্বর্য্য; কিন্তু তুমি তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছ! কে একজন অপরিচিত বিধর্ম্মী কন্যাকে আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রেছি বলে তুমি ক্রোধে আমাকে হত্যা ক'রবে বলেছ। এই কলাবতী তোমার নামে আমার নিকট অভিযোগ করেছে। এ অভিযোগ সত্য?

চন্দ্র।—হাঁ মহারাজ, সত্য; কিন্তু—

রুদ্র।—যথেষ্ট হয়েছে, আর কিন্তুতে প্রয়োজন নেই। বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী, উপযুক্ত দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। যাও শার্দ্দূলক, কুক্কুরকে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে গলিত লৌহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কর।

চন্দ্র।—মহারাজ, মৃত্যু শিয়রে ক'রেই আপনার কার্য্যগ্রহণ করেছিলেম, মৃত্যুভয়ে আমি কখন ভীত ছিলুম না—আজও নই। তবে পূর্ব্বে এরূপ ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেম না। কিন্তু আজ আমার গুরু—আমার জ্ঞানদাত্রী—সেই বালিকা আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে। আপনি আমার উপর আধিপত্য হারিয়েছেন। মধুর বা ভীষণ—মৃত্যু যে মূর্ত্তিতেই আমার সামনে আসুক না কেন, আমার পক্ষে দুইই সমান। শুনুন মগধেশ্বর, আপনার যা কিছু রাজশক্তি আমার এই দেহের উপর প্রয়োগ করতে পারেন, এই জীর্ণবাস আপনি ছিন্ন করুন, কর্ত্তন করুন, দগ্ধ করুন, তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই।

রুদ্র।—বটে? হাঃ হাঃ হাঃ—চন্দ্রপীঠ, আজও রুদ্রচণ্ডকে চিনলে না? জাননা, আমি শুধু মগধেশ্বর নই, আমি কবি। আমি মানুষের

দেহ ও মন—দু'য়েরই রাজা। শুধু তোমার দেহের নয়, তোমার মনেরও শাস্তিবিধান ক'রব। যাও শার্দ্দুলক, সেই পাপিষ্ঠাকে এইখানে নিয়ে এস।

[শার্দ্দুলকের প্রস্থান।

রাণী।—মহারাজ, ঠিক মনে করেছেন, চন্দ্রপীঠের সম্মুখে ডাকিনীকে কঠোর শাস্তি দিলেই চন্দ্রপীঠের চৈতন্যোদয় হবে।

কলা।—(স্বগতঃ) এইবারে প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'ল।

(আহুতিকে লইয়া শার্দ্দুলকের প্রবেশ)

রুদ্র।—এই যে, হাঃ হাঃ হাঃ! চন্দ্রপীঠ! এই না তোমার প্রণয়িনী? এরই না রূপমোহে মুগ্ধ হ'য়ে তুমি মগধেশ্বরকে হত্যা করবে বলেছিলে? শার্দ্দুলক, এই ডাকিনার অঙ্গাবরণ উন্মোচন ক'রে জ্বলন্ত সাঁড়াসী দিয়ে এর দেহের মাংস একটু একটু ক'রে তুলে চন্দ্রপীঠের মুখে ধর। যে রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়েছে, তার কোমল মাংসের আস্বাদে এইবার তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'ক।

চন্দ্র।—উঃ কি ভয়ানক! মহারাজ, আপনি রাক্ষস—আপনার হৃদয় রাক্ষসের হৃদয়! রাক্ষসের ন্যায় এতদিন নরহত্যা ক'রে এসেছেন, কিন্তু আজ দেখছি—আপনার দণ্ড দেবার যা বিধান,তা রাক্ষসকেও পরাস্ত করেছে। রাক্ষস-কবির কল্পনাও রাক্ষসী—মহারাজ! করযোড়ে প্রার্থনা করছি,বালিকাকে দণ্ড দেবার পূর্ব্বে, যত কঠোর হ'ক না কেন, আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করুন।

রুদ্র।—হাঃ হাঃ হাঃ—এইনা বলছিলে, তোমার গুরু—জ্ঞানদাত্রী—এই বালিকার কৃপায় তোমার নতুন চক্ষু ফুটেছে? তবে এত বিচলিত কেন?

আহুতি।—চন্দ্রপীঠ, কোন অবস্থাতেই চিত্তচাঞ্চল্য বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য! তুমি বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়েছ, দীননাথকে ডেকেছ, তবে চঞ্চল

হ'চ্ছ কেন? মনের উপরেও আত্মার স্থান। দেহ জড়—মনও জড়, চিন্ময় আত্মায় আত্মা মিশিয়ে দাও, আর মনের চাঞ্চল্য থাকবেনা।

রুদ্র।—শার্দ্দুলক, বিলম্ব কেরোনা। জ্বলন্ত সাঁড়াসী আনতে বল।

[শার্দ্দুলকের প্রস্থান।

চন্দ্র।—জ্ঞান বিলুপ্ত হও! পৃথিবী প্রলয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ক! আকাশ, তুমি স্তম্ভচ্যুত হ'য়ে ধরিত্রীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেল! মহারাজ, এখনও ক্ষান্ত হ'ন। রাণী, মগধেশ্বরী, আপনি তো রমণী, আপনি মহারাজকে নিবৃত্ত করুন, রমণীর উপর এই ভীষণ অত্যাচার আপনি রমণী হ'য়ে কি ক'রে দেখবেন!

রুদ্র।—না, মগধেশ্বরীকেও তুমি হত্যা ক'রবে বলেছিলে, মগধেশ্বরীও এ শাস্তি দেখে আনন্দ উপভোগ করুন।

(জ্বলন্ত কটাহ ও সাঁড়াসী লইয়া শার্দ্দুলকের প্রবেশ)

বালিকার গাত্রাবরণ উন্মোচন কর।

চন্দ্র।—একি এ! একি ভীষণ অত্যাচার! চোখের উপর এ দৃশ্য দেখব—অথচ কিছু প্রতিবিধান করতে পারবনা! আজ আমার এই নতুন জীবনে একি কঠোর পরীক্ষা! নারায়ণ, জীবনে কখন তোমায় চিনিনি, তোমায় ডাকিনি, কিন্তু আজ মৃত্যু বুকে ক'রে জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আহুতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে তোমায় "দীননাথ" ব'লে ডেকেছি, তবে আমার সমক্ষে আহুতির এ শাস্তির বিধান কেন করলে প্রভু!

(শার্দ্দুলক আহুতির অঙ্গে হাত দিল)

না না—অঙ্গ স্পর্শ করিসনি—প্রেত! অঙ্গ স্পর্শ করিসনি। নারায়ণ! শুনেছি অনন্তশক্তির ঈশ্বর তুমি। হে অনন্ত-শক্তিধর, কোথায়

তুমি! কোথায় তুমি! আমার সহায় হও, তোমার মহাশক্তিতে আমায় শক্তিধর কর। এ লৌহপিঞ্জর ভঙ্গ করবার শক্তি আমায় দাও। হে নারায়ণ—হে ভক্তবৎসল—আমার প্রার্থনা কি তোমার কর্ণে পৌঁছুবেনা।

রুদ্র।—হাঃ হাঃ হাঃ—শার্দ্দুলক! আর বিলম্ব কেন?

চন্দ্র।—না আর বিলম্ব নয়। নারায়ণ!—(লৌহপিঞ্জর ভঙ্গ) নরপ্রেত! —(শার্দ্দুলককে তরবারির আঘাত)

রুদ্র।—রক্ষী! রক্ষী!

চন্দ্র।—আর রক্ষী নয়। রাক্ষস! যে মুখে তুমি আহুতির শাস্তি উচ্চারণ করেছ, সেই মুখ এইবার শৃগালের ভক্ষ্য হ'ক।

(তরবারি আঘাতে উদ্যত)

(আহুতি ছুটিয়া আসিয়া বাধা দেওয়া)

আহুতি।—না—বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—হিংসা নয়—বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—ক্ষমা। তুমি বৈষ্ণব, আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ কেন? আমার নারায়ণের শক্তি তো দেখলে? রাজাকে ক্ষমা কর।



—o—

যবনিকা